NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দধিকর্মা, গোটা সেদ্ধ, আর সরস্বতী পূজা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি টেস্টে নেই বিরাট-শ্রেয়স ৮

কলকাতা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৭ মাঘ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.2.2024, Vol.17, Issue No. 240, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ইপিএফে বাড়ল সুদের হার

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: ইপিএফে বাড়ল সুদের হার। এবার থেকে ৮.২৫ শতাংশ সুদ পাবেন চাকুরিজীবীরা। শনিবার এই কথা ঘোষণা করল এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন। বর্তমানে ইপিএফে সুদের হার ৮.১৫ শতাংশ। তার আগের অর্থবর্ষে ইপিএফে সুদের হার ছিল ৮.১ শতাংশ। চার দশকের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি পতন ছিল ইপিএফের সুদে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ছিল, ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে হয়তো ৮ শতাংশেরও নীচে নামতে পারে এই সুদের হার। তবে যাবতীয় আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে গত বছর ২৮ মার্চ ইপিএফে সুদের হার ৮.১৫ শতাংশ করা হয়। এবার থেকে ৮.২৫ শতাংশ হারে প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদ পাবেন চাকরিজীবীরা। ইপিএফে সুদের হার বৃদ্ধিতে স্বভাবতই খুশি চাকরিজীবীরা। তবে লোকসভা ভোটের আগে ইপিএফে সুদের হার বৃদ্ধিকে নির্বাচনী কৌশল হিসাবেই দেখছেন রাজনীতির কারবারিরা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে নিতান্তই খুশি টিউসিসি। সংস্থার জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এসপি তিওয়ারি কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে স্বাগত দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, এর ফলে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা সন্তুষ্ট ও উপকৃত হবেন। মূলত দীর্ঘদিন ধরে এই সিদ্ধান্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল টিউসিসি। অবশেষে কেন্দ্রের এমন পদক্ষেপে স্বভাবতই খুশি টিউসিসি।

ক্যাগ-রিপোর্ট নিয়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারের পর শনিবারও ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে শাসক- বিরোধী চাপানউতোরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ক্যাগ রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর, একপেশে, পক্ষপাত দুষ্ট বলে আগেই তাকে খারিজ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এদিন রীতিমত পরিসংখ্যান দিয়ে এর স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সমস্ত প্রকল্পের ব্যবহারিক সংশাপত্র নিয়ম মত দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংশাপত্র ঠিকমত দেওয়া হয় বলেই পরের ধাপের বরাদ্দ অর্থ পাওয়া যায়। তবে ঠিকমতো হিসাব দেওয়ার পরেও কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। এটা বেআইনি কাজ। অন্যদিকে বাজেটের পক্ষে তিনি বলেন, কল্যাণকর রাষ্ট্রে যে ভাবে সব শ্রেণির মানুষের স্বার্থে কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই বাজেট।

স্থিতিশীল মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুটিং চলাকালীন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি মিঠুন চক্রবর্তী। অবশেষে শনিবার রাতে সামনে এল মিঠুন চক্রবর্তীর মেডিক্যাল বুলেটিন। ইএমবাইপাস সংলগ্ন যে হাসপাতালে এই মুহূর্তে ভর্তি রয়েছেন তিনি, সেই হাসপাতালের তরফে এ দিন সন্ধেবেলা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ব্রেনস্ট্রোকেই আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩ বছরের এই অভিনেতা। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে এ দিন সকাল ৯টা ৪০ নাগাদ শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। মস্তিস্কের এমআরআইও করা হয়। এর পরেই গঠিত হয় এক মেডিক্যাল টিম। হাসপাতালের তরফে এও জানানো হয়েছে এই মুহূর্তে সুস্থ আছেন তিনি। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের এক টিম এই মুহূর্তে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে আছেন। অভিনেতার অবস্থা স্থিতিশীল। স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলছেন তিনি। তবে শরীরে ডানদিকে খানিক দুর্বলতা রয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

শনিবারও উত্তপ্ত সন্দেশখালি, অব্যাহত মহিলা বিক্ষোভও

২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অশান্তি রুখতে সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকেই সন্দেশখালির বিস্তীর্ণ এলাকায় চলছে পুলিশের টহলদারি। তবে শনিবার সকালে নতুন করে আবার উত্তেজনা ছড়ায় সন্দেশখালির সিতুলিয়া গ্রামে। বিক্ষোভরত মহিলাদের অভিযোগ, ভুজঙ্গ দাস নামে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এই হামলার ঘটনায় পুলিশের মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ। সেই ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে, সন্দেশখালি থানায় যাওয়ার পথে রামপুরের কাছে বিজেপির প্রতিনিধি দলকে পুলিশ আটকে দেয়। ১৪৪ ধারা জারি থাকায় তাদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানায় পুলিশ। বন্ধ করে রাখা হয়েছে ইন্টারনেট। যা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা চলে। এদিকে, সূত্রের খবর, এবার সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচার নিয়ে নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সন্দেশখালি নিয়েও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। নির্দেশ এমনটাই।

উল্লেখ্য, সন্দেশখালি কাণ্ডে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের দাবি তুলে এদিন সকালেই রাজভবনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়কেরা। ২৪ ঘণ্টার ডেডলাইনও বেঁধে দেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপাল পদক্ষেপ না করলে সোমবারই তাঁরা ১৪৪ ধারা ভেঙে সন্দেশখালি যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। তারপরই রাজ্যপালের এই নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার রাত থেকেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি। শিবুর একাধিক পোল্ট্রি ফার্ম, বাগানবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা। বৃহস্পতি এবং শুক্রবারও একই ছবি দেখা যায় সন্দেশখালিতে। বাঁশ, দা, কাটারি নিয়ে রাস্তায় নামেন মহিলারা। ঘেরাও করা হয় সন্দেশখালি থানা। শুক্রবার সারা দিন ধরেই দফায় দফায় সন্দেশখালি থানার সামনে যৌথ ভাবে বিক্ষোভ দেখায় জমি রক্ষা কমিটি এবং আদিবাসীদের সংগঠন। পুলিশের সঙ্গে সমানে বচসা চলে।

দাবি না মানলে, থানার সামনে থেকে অবস্থান তুলবেন না বলে জানান বিক্ষোভকারীরা। তবে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ বিক্ষোভ উঠে গেলেও বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি ছিল, শনিবার আবার আন্দোলনে শামিল হবেন তাঁরা। এর পর শুক্রবার রাতেই বাহিনী দিয়ে সন্দেশখালি থানা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। শুরু হয় রুটমার্চ। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও শুক্রবার রাতের মধ্যেই সন্দেশখালি পৌঁছন। এর পর সন্দেশখালি থানা এলাকায় ১৪৪ ধরা জারি করে পুলিশ।

শনিবার সকাল থেকে পরিস্থিতি থমথমে ছিল। রাস্তাঘাটও শুনশান। বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। তবে বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফের নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। অভিযোগ, শুক্রবার সন্দেশখালি থানার সিতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ভুজঙ্গ দাসের বাড়িতে চড়াও হয় কয়েক জন। বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এমনকী, ঘর থেকে বাইরে এনে ভুজঙ্গকে মারধর করার অভিযোগও উঠেছে। পরে পুলিশ এসে বিক্ষোভ সরিয়ে দেয়। এলাকায় মাইকিং চালাচ্ছে তারা।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে সন্দেশখালি যাওয়ার পরিকল্পনা নেয় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। সেই মতো নবদ্বীপ জেলার বিজেপি পর্যবেক্ষক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বসিরহাট জেলা বিজেপির সভাপতি তাপস ঘোষ এবং বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার-সহ ২৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল সন্দেশখালি ঢুকতে গেলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। রামপুরের কাছে আটকে দেওয়া হয় তাঁদের। পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলে দীর্ঘ ক্ষণ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি ছিল, অন্তত তাঁদের মধ্যে থেকে চার জনকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হোক।

সন্দেশখালি নিয়ে বার্তা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে নতুন করে গোলমাল বা ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা যাঁরা করবেন, তাঁদের কপালে কষ্ট আছে। শনিবার তেমনটাই জানালেন বারাসাতের ডিআইজি সুমিত কুমার। পাশাপাশি ডিআইজি এ-ও জানিয়েছেন, সন্দেশখালিকে আর নতুন করে অশান্ত হতে দেবে না পুলিশ। শুক্রবার রাত থেকে উত্তপ্ত সন্দেশখালি থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। বন্ধ ইন্টারনেট সংযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও সুমিত জানিয়েছেন। ডিআইজির কথায়, 'সন্দেশখালির পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অনেক পদক্ষেপ করছে রাজ্যের পুলিশ। অনেক ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার কয়েক জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। আমরা আর কোনও গন্ডগোল হতে দেব না।' তিনি বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। তাই সন্দেশখালির মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব সাহায্য করবে পুলিশ। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ইন্টারনেটও বন্ধ। কেউ যদি কোনও গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে, তা হলে তার বিরুদ্ধে যত শক্ত পদক্ষেপ করা যায়, করা হবে। কেউ গন্ডগোলে যাবেন না। ঝামেলা পাকাবেন না। না হলে কপালে কষ্ট আছে।'

রিপোর্ট তলব জাতীয় তপসিলি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ডে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নবান্ন থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এরইমধ্যে এবার সন্দেশখালি কেসে নড়েচড়ে বসল ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউলড কাস্ট কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিজিপি এবং মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে খবর। তিনজিনের মধ্যে তার জবাব দিতে হবে। নির্দেশ এমনটাই। রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে কমিশনের ফুল বেঞ্চ সন্দেশখালি যাবে। জানাচ্ছেন জাতীয় তপসিলি কমিশনের চেয়ারম্যান অরুণ হালদার।

'লোকসভা ভোটের আগেই সিএএ কার্যকর হবে দেশে'

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা ভোটের আগেই দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার তিনি বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগেই সিএএ কার্যকরের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।'

শনিবার দিল্লিতে গ্লোবাল বিজনেস সামিটে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস সরকার একসময় সিএএ লাগুর আশ্বাস দিয়েছিল। কংগ্রেসই শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। এখন তারা অন্য কথা বলছে।' অমিত শাহের আশ্বাস, 'সিএএ কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে কোথাও একথা বলা নেই। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে আসা নিপীড়িত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে এই আইন।'

পশ্চিমবঙ্গের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সিএএ কার্যকরের বিরোধী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই গোটা প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা ন্যূনতম করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। ভাবা হয়েছে, নাগরিকত্ব পাওয়ার সামগ্রিক পরিকল্পনা অনলাইনের মাধ্যমে রূপায়ণের কথা। ওই সূত্রের মতে, একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ইচ্ছুকেরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসে সিএএ পাশ করিয়েছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ওই আইনানুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। সংসদের দু'কক্ষে পাশের পরে রাষ্ট্রপতিও অনুমোদন দিয়েছিলেন সিএএ বিলে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ সংক্রান্ত আইনের ধারা তৈরি হয়নি।

জানুয়ারি মাসে ওই আইনের ধারা তৈরির জন্য সপ্তম বার সময়বৃদ্ধিতে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিল সংসদীয় সচিবালয়। সরকারি সূত্রের খবর, সেই কাজ শেষ হতে চলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে সাড়ে চার বছর ধরে বিষয়টি ঝুলে থাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে হিন্দু উদ্বাস্তু সমাজের একাংশের মধ্যে। লোকসভা ভোটের আগে তা প্রশমনের উদ্দেশ্যে সিএএ কার্যকরে সক্রিয় হতে পারে মোদি সরকার।

প্রতিশ্রুতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঘাটাল থেকে প্রার্থী হচ্ছেন দেব-ই, অভিষেকের সঙ্গে সফল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবের বৈঠক সফল বলেই খবর তৃণমূল শিবিরের। তৃণমূল সূত্রের খবর, দেব আবারও ঘাটালের প্রার্থী হতে চলেছেন। আরও একধাপ এগিয়ে তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন দেব-ই। অর্থাৎ যা নিয়ে এত জল্পনা চর্চা চলছিল, তা এবার হয়তো থামল। তৃণমূল সূত্রে খবর, দেবের সঙ্গে দলের কখনওই কোনও ভুল বোঝাবুঝি বা মনোমালিন্য ছিল না। দলের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য থাকতে পারে। সে বিষয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয় বলে খবর।

শনিবার বিকেলেই তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরপর বৈঠক করলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী অর্থাৎ দেব। আগেই জানিয়েছিলেন শনিবার তিনি অভিষেকের সঙ্গে বৈঠক করবেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এদিন বিকেলে অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে যান দেব। প্রায় ৫০ মিনিট ধরে দুজনের বৈঠক। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন কিনা, রাজনীতি থেকে কি সন্ন্যাস নেবেন নাকি ফের ঘাটালে তিনি লড়বেন, এই বিষয় নিয়েই দু'জনের মধ্যে বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, এবার আর লোকসভা নির্বাচনে লড়তে রাজি ছিলেন না দেব। এর আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নিয়ে কালীঘাটের সাংগঠনিক বৈঠকেও সেই কথা জানিয়েছিলেন দেব। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বারবারই দাবি করা হয়, দেব তৃণমূলে ছিলেন আছেন এবং থাকবেন। শনিবার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে দেবের বৈঠকের পর, তৃণমূলের এই দাবিতেই সিলমোহর পড়ে খবর। অভিষেক দেবের সমস্ত বিষয় শুনেছেন বলেই সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনও সূত্রের খবর, খুব বড় কোনও ঘটনা না হলে ঘাটাল থেকে আবারও প্রার্থী হতে চলেছেন দেব-ই। তৃণমূল সূত্রে এও খবর মেলে, এদিন অভিষেকের সঙ্গে ৪৫ মিনিটের সফল বৈঠকের পর দেব কালীঘাটে যান।

এদিকে গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহে দেব-এর রাজনীতি থেকে সরে আসা নিয়ে জল্পনা আরও বাড়তে শুরু করে। লোকসভা ভাষণের আগে তাঁর ফেসবুক পোস্ট নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়। প্রসঙ্গত, গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সরকারি পদ থেকে দেব ইস্তফা দেওয়ার পরেই জল্পনা বাড়তে থাকে। এবার কি তিনি সাংসদ পদও ছাড়তে চলেছেন? এমনই জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে। যদিও দেবকে নিয়ে দলের তরফে এখনও কোনও সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। দেব দলের গুরুত্বপূর্ণ সংসদ এবং তাঁর ব্যাপারে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবেন বলে জানিয়ে দেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

এগিয়ে থেকেও হারতে হবে ইমরানকে?

পাকিস্তানে ফের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে নওয়াজ-বিলাবল জোট!

ইসলামাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি: ভোটগণনার ফলাফলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি এখনও। তার আগেই হাত মেলানোর কথা ঘোষণা করেছে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএলএন) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো জারদারির জোট গড়ায় পাক পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবেন তাঁরা।

বিলাবলের বাবা তথা প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এবং শরিফ শুক্রবার রাতে ভোটগণনার প্রবণতার আঁচ মেলার পরেই বৈঠকে বসেছিলেন। শনিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে দু'দল ভোট-পরবর্তী জোটের ঘোষণা করেছে। পাক ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে এখন মোট আসন ৩৩৬। কিন্তু তার মধ্যে সরাসরি ভোট হওয়ার কথা ছিল ২৬৬টি আসনে। কিন্তু এক প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ২৬৫টি আসনে ভোট হয়েছে। বাকি ৭০টি আসন মহিলা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ৬০ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ১০টি আসন। পাক সংবিধান অনুযায়ী সরাসরি ভোটে যে দল যে সংখ্যক আসনে জয় পাবে, সেই অনুপাতে ওই সংরক্ষিত আসনগুলিতে প্রতিনিধি ঠিক করে দলগুলি। যদিও এই সংরক্ষিত আসনগুলির উপর সরকার গঠন নির্ভর করে না। সেই হিসাব হবে সংরক্ষিত বাদ দিয়ে ২৬৫টি আসনের মধ্যে। সেই অর্থে বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৩৩ জন জয়ীর সমর্থন পেলেই পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যাজিক ফিগার ছোঁয়া সম্ভব হবে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পিএমএলএন ৭১ এবং পিপিপি ৫৩টিতে জিতেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সমর্থিত নির্দলেরা ৯১ এবং নির্দল ও অন্যেরা এখনও পর্যন্ত ৩৫ আসনে জয়ী হয়েছে।

অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে জোট। এ ছাড়া নির্দল এবং জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলামের মতো কট্টরপন্থী কয়েকটি দলের সমর্থনও তারা পেতে পারে। পাক নির্বাচন কমিশন 'রাজনৈতিক দল' হিসাবে পিটিআই-এর স্বীকৃতি বাতিল করায় তারা সরাসরি ভোটের ময়দানে নেই। কিন্তু ইমরানের দলের অনেক নেতাই নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ফল বলছে, এখনও পর্যন্ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে নির্দলেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা ছাড়া, খাইবার-পাখতুনখোয়ার আওয়ানি ন্যাশনাল পার্টি, সিন্ধের মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট এবং কয়েকটি বালুচ সংগঠনের সমর্থনও ইমরানের অনুগামীদের দিকে থাকতে পারে।

সন্দেশখালিকাণ্ডে হস্তক্ষেপ অভিষেকের, ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড হওয়ার পরই গ্রেপ্তার উত্তম সর্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রেপ্তার সন্দেশখালির শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ নেতা উত্তম সর্দার, দুপুরেই সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূল। আর শনিবার রাতেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন সন্দেশখালির শাহজাহান-'ঘনিষ্ঠ' নেতা উত্তম সর্দার। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য উত্তম সর্দারকে দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। তাঁকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন পার্থ ভৌমিক। পার্থ জানিয়েছেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই বর্তমানে ফেরার উত্তমকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত।গত দু'দিন ধরে কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ওই এলাকা। নাম উঠে এসেছে শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ উত্তম সর্দার এবং শিবু হাজরাদের। শনিবার ধর্নামঞ্চ থেকে উত্তমকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন পার্থ ভৌমিক। তার কারণ হিসাবে পার্থ জানান, উত্তমের বিরুদ্ধে মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিষেক তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে সুজিত বসু, নারায়ণ গোস্বামী, রথীন ঘোষ-সহ ওই জেলার কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে হাজির ছিলেন পার্থও। সেখানেই উত্তমকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন অভিষেক। তার পরেই শনিবার পার্থ সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশের কথা ঘোষণা করেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

আমি, Manoj Kumar Shaw, S/o Late Nanda Lal Shaw (Alias Nandlal Shaw), ঠিকানা- 22/20, Raja Manindra Road, Kolkata -700037 and 61/3, Belgachia Road, Kolkata-700037, কিন্তু আমার Life Insurance Policy-তে আমার নাম আছে Manoj Kumar Gupta, গত 28/04/2023 তারিখে আলিপুর কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এফিডেভিট বলে Manoj Kumar Shaw ও Manoj Kumar Gupta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী মানিক দত্ত পিতা- ঁ বাবলু কান্তি দত্ত ঠিকানা- গোবরাপোতা উত্তরপাড়া, পোঃ- গোবরাপোতা, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ গত ০৫/০২/২০২৪ তারিখে শ্রী তপন চন্দ্র দে ও অরূপ দে এর নিকট থেকে দুটি জমি পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বলে নিয়েছি (Deed No I-1193/2024. Dist Sub-Registrar, Sadar Krishnanagar, Nadia dated: 05/02/2024) যা বিক্রয় করব। মৌজা ৯৯ নং নলদহ, খতিয়ান নং আর. এস. ১৫৪৩ নং ও এল.আর. ৩৫১৬ নং, দাগ নং (আর. এস. ও এল. আর) ৪৫৫৯ এবং মৌজা ৯৯ নং নলদহ, খতিয়ান নং এল. আর. ৫৭৫৫ নং দাগ নং (আর. এস. ও এল. আর) ৪৫৬০। ইচ্ছুক ব্যাক্তিরা ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন।

মানিক দত্ত (M: 09932678831)

মামলা

কম খরচে Borrower/Guarantor -এর পক্ষে SARFAESI মামলা করা হয়। Ph. No. 8001503955 / 7362919939.

SITUATION VACANT

Wanted an Asst. Teacher having qualification B.A. in English with B.Ed. in Maternity Leave Vacancy **(Upto 29.04.2024)** for Hatkhola High Madrasah (HS), P.O. Mahakhola, Dist. Nadia, Pin-741123. Apply to the Secretary within 10 days from the date of this advertisement

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী মোকাম চন্দননগর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং-৩৪/২৩

দরখাস্তকারীনিঃ- লতা যাদব, স্বামী মৃত ব্রীজেশ যাদব, সাং-৭৪, সি.পি.বি., মুখার্জ্জী রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর কেসের দরখাস্তকারীনির স্বামী ব্রীজেশ যাদব, পিতা মৃত ভৃগুনাথ যাদব ভদ্রেশ্বর নর্থ ব্রুক জুট কোম্পানী লিমিটেড মিলে-তে (যাহার এল.বি. নং ০৮/৩১৬২, সি. নং ০৮/১৬৪৪) কর্মরত অবস্থায় বিগত ইং ১৭/১০/২০২০ তারিখে উক্ত দরখাস্তকারীনি ও তাহার তিন নাবালক পুত্র কন্যাদের রাখিয়া উক্ত ঠিকানাতে পরলোক গমন করেন। দরখাস্তকারীনি তাহার নাবালক পুত্র কন্যাদের স্বাভাবিক গার্জেন ও ব্রীজেশ যাদবের বৈধ্য স্ত্রী হিসাবে উক্ত মিল কোম্পানীতে তাহার স্বর্গীয় স্বামীর গচ্ছিত রেখে যাওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডে ১,১৫,০০০/- (এক লক্ষ পনেরো হাজার) টাকার উপর সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানীর আদেশ প্রচারিত হইবে।

Ankush Gupta
উকিলবাবু
চন্দননগর কোর্ট

আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
District Delegate,
Chandernagore, 10/10/2023

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং- ১৫/২০২৩ (প্রবেট)

দরখাস্তকারীনিঃ- জ্যোৎস্না গোমেস্ স্বামী মৃত জাসিম গোমেস সাং- ৩০ থিষ্টোফার রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ।

-বনাম-

সাইটি- ১) লাজারাস সঞ্জীব গোমেস্ প্রযত্নে সাগরিকা সরকার ২) জিতা জাসিলতা রডরিকস্ প্রযত্নে সাগরিকা সরকার ৩) ডরথি গোমেস প্রযত্নে সাগরিকা সরকার সর্ব্ব সাং ১১, সিরঙ্গ লেন ডক্টর লেনের নিকটে, পোঃ ও থানা- এন্টালি, কলকাতা-৭০০০১৪।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-নদীয়া, থানা- রানাঘাট অধিন বেগোপাড়া (মরিয়ম পাড়া) নিবাসী ডামিনিক গোমেস তাহার দুই পুত্র ১) ফ্রান্সিস গোমেস ওরফে ফ্রান্সিস এস গোমেস ও ২) এন্টালি আলিউসিআস গোমেস বরাবর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বাবদ এক উইল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উইলের একজিকিউটর হিসাবে উপরোক্ত নম্বর কেস আনয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ দিবস মধ্যে অত্রাদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবেক।

অদ্য সন ২০২৩ সালের তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস. আর অফিস রানাঘাট ১ নং অধিন ১৫২ নং দয়াবাড়ী মৌজা মধ্যে ২ নং বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধিন।

দাগ নং- ১০০৭, পরিমান- ৩ কাটা জমি, চৌহদ্দি উত্তরে- ১০০৪ নং দাগ, দক্ষিণে- জমি, পূর্ব্বে- কাজল মন্ডল দিগরের ২৪ নং সাব প্লটের জমি, পশ্চিমে- ৯ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ।

By order
Madhusudan Paul
Sheristadar
District Delegate, Ranaghat,
Nadia, 30/1/24

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ফেব্রুয়ারি। ২৭শে মাঘ । রবিবার, দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ ।পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন ,শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত ।তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ ।ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি ,দোকান ,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ।ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ ।বাড়িতে দেবতার পূজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ ।যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অনলাইন লটারি নিয়ে মানুষকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাহিত্য সম্রাটের স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন শহর নৈহাটি। আর এই নৈহাটির জুটমিল অধ্যুষিত গৌরীপুর ও হাজিনগর অঞ্চলে কেনো, লোটোর মতো অবৈধ কারবারিদের বাড়বাড়ন্ত এখন চরমে। অভিযোগ, গুমটির মতো দোকানে কম্পিউটার ও প্রিন্টার বসিয়ে দেদার চলছে অনলাইন লটারির ব্যবসা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, রিকশা চালক থেকে শুরু করে অটো ও টোটো চালক সর্বোপরি জুটমিল শ্রমিকরা কেনো-লোটোর চক্করে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। হপ্তা মিলতেই জুটমিল শ্রমিকরা অনলাইন লটারি কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। ফলে শ্রমিক পরিবারে অশান্তি বাড়ছে। সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হেঁসেলের গিন্নিদের। অথচ অবৈধ লোটো বন্ধে প্রশাসন উদাসীন বলে অভিযোগ শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দাদের। বিজেপি নেতা রূপক মিত্রের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় শুধু গৌরীপুর কিংবা হাজিনগর নয়, গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে কেনো ও লোটোর রমরমা চলছে। পুলিশ ও শাসকদলের নেতারা অবৈধ কারবারিদের হপ্তাও পাচ্ছেন। ফলে তারা বহাল তবিয়তে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। শনিবার নৈহাটিতে এক অনুষ্ঠানে এসে অবৈধ কারবার নিয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'কেনো ও লোটোর মতো অবৈধ কারবার বন্ধে প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে বলব।' সাংসদের সংযোজন, এই ধরনের অবৈধ কারবার রুখতে সবার আগে মানুষকে সচেতন হতে হবে।'

পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে বালেশ্বর রেল স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালেশ্বর: বালেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনকে একটি বিশ্বমানের রেল স্টেশন হিসাবে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। স্টেশনটিকে সম্পূর্ণ পুনর্নিমাণের জন্য ইতিমধ্যেই ১৯৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই পুনর্নিমানের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানের যাত্রী সুবিধা এবং পরিকাঠামো নিশ্চিত করা হবে। এমন ভাবে এই পুনর্নির্মাণের কাজ হবে যাতে এই স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন ৫০ হাজার যাত্রী প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারেন। শহরের উভয় পাশের স্টেশন ভবনটি ১৮ মিটার প্রশস্ত ছাদ রুফ প্লাজার মাধ্যমেসংযুক্ত থাকবে। একইসঙ্গে কভার শেডের ব্যবস্থা, ওয়েটিং হলের উন্নতি এবং এসি লাউঞ্জও নির্মাণ করা হবে। আগা্মী ৩০ মাসের মধ্যএ এই কাজ শেষ হবে বলেই আশা প্রকাশ করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে ৩০০ কোটির সাশ্রয় করেছে সেচ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল সেচ ও বাঁধ মেরামতিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে রাজ্যের সেচ দপ্তর প্রায় ৩০০ কোটি টাকার সাশ্রয় করেছে। এই টাকায় আরও অনেক বেশি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে এবং কৃষি সেচ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে বলে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন। তিনি জানান, নতুন প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মাঝামাঝি থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হয়েছে। এই দু'টি অর্থবর্ষে, ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে প্রায় ৪,১০০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। তার মধ্যে রাজ্যের কোষাগার থেকেই খরচ হয়েছে প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকা। বাকি টাকা বিশ্বব্যাংক-সহ অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীবাঁধ নির্মাণ থেকে শুরু করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের প্রশাসনিক ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেনি তারা। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তবু উদাসীন থেকেছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের কোষাগার থেকেই নানান প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল সরকার। ফলে সেচদফতরের বাঁধ নির্মাণ-সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের অন্যান্য কাজের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তির সন্ধানে ছিল রাজ্য সেচদপ্তর। গুণমান বজায় রেখেই নির্দিষ্ট অর্থে বেশি কাজ করাই রাজ্যের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশেষ কমিটি গড়ে পরিকাঠামোগত কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে সেচদপ্তর। উপযুক্ত প্রযুক্তির জন্য বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে খরচ কমেছে এবং প্রকল্প রূপায়ণ করা গিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে। এই ধরনের কিছু পদক্ষেপের ফলেই বিপুল অর্থ সাশ্রয় করা গিয়েছে।

হস্তশিল্প ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আয় বাড়াতে জেলায় জেলায় গ্রামীণ মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হস্তশিল্পি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর আয় বাড়াতে রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় গ্রামীণ মেলা আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির দপ্তরকে এই মেলা আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকসভা ভোটের কথা মাথায় দেখে ১৫ মার্চের মধ্যেই সেই সব মেলার আয়োজন সেরে ফেলতে হবে বলে জানানো হয়েছে। মূলত রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তৈরি করা বিভিন্ন জিনিস বিক্রির জন্য এবং কারিগর এবং তাঁতিদের জিনিস বিক্রির জন্যই এই মেলা আয়োজনের নির্দেশ বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শিলিগুড়ি, বোলপুর ও দুর্গাপুর এই ৩ শহরে হবে আঞ্চলিক মেলার আয়োজন করা হবে। তবে সেই ৩ মেলা জেলার মেলাগুলির সঙ্গে আয়োজিত হবে না। জেলার মেলা শেষ হয়ে গেলে তখন এই ৩ জায়গায় রিজিওনাল মেলা। উল্লেখ্য, দুই দিন আগে পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটেই রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি কারিগর এবং তাঁতিদের কল্যাণে একাধিক সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন উপজাতি সদস্য দ্বারা পরিচালিত লোকাল এরিয়া মাল্টিপারপাস সোসাইটি বা ল্যাম্পস-র অন্তর্ভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের এই রকম ১০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই আর্থিক সুবিধা পেতে চলেছে। এর জন্য বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। এরফলে ১ লক্ষেরও বেশি উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা উপকৃত হবেন। আবার কারিগর এবং তাঁতিদের কল্যাণে যন্ত্রপাতি কেনা, শেড নির্মাণ এবং বিপণনের জন্য একজন কারিগর এককালীন ১৫ হাজার টাকা এবং শিল্প সমবায় সমিতি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অনুব্রত এবং পরিবারের মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: অনুব্রত এবং তাঁর পরিবারের মঙ্গল কামনা করে অনুব্রত মণ্ডলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা যজ্ঞ করলেন। শনিবার বোলপুর রেল ময়দানে দুর্গা মণ্ডপে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, সাঁইথিয়ার বিধায়ক লীলাবতী সাহা, নলহাটির বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, যুবনেতা তথা কোর কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ প্রমুখ।

আগরপাড়ায় বালক খুনে ধৃত মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগরপাড়ায় বালক খুনে মূল অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেপ্তার করল খড়দা থানার পুলিশ। শনিবার আগরপাড়া নিউ লাইন এলাকা থেকেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম নুর হাসান ওরফে জালারকা। এদিন ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্নগত, আগরপাড়া নিউ লাইন এলাকার বাসিন্দা ইন্তাজ হোসেন (৮) গত ৩০ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিল। পরদিন ওঁর পরিবারের তরফে খড়দা থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছিল। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ।বাড়ির কাছেই বন্ধ থাকা আলপেন ডেয়ারি কারখানার ভেতরে একটি পুকুর থেকে পুলিশ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনায় জড়িতকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে ব্যস্ততম বিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত ইন্তাজ হোসেনের পিতা নাসিম হোসেনের সঙ্গে আগে ধৃত নুর হাসানের বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কোনও কারণে উভয়ের সম্পর্ক শত্রুতার জায়গায় পৌঁছয়। সেই শত্রুতার জেরেই নাসিমের ছেলেকে খুন করেছিল বছর চৌত্রিশের নুর। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, আগরপাড়া আলপিন ডেয়ারি কারখানার ভিতরে পরিত্যক্ত জায়গায় ছিল নূরের নেশার ঠেক। নিখোঁজ হবার দিন বিকেলে ইন্তাজকে পাড়া থেকে জোর করে তুলে এনে শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপর পরিত্যক্ত জায়গায় পড়ে থাকা দঁড়ি দিয়ে ইন্তাজের হাত-পা বেঁধে এবং মুখে কাপড় গুঁজে দেহটি পুকুরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ইন্তাজ খুনের ঘটনা নুর একাই ঘটিয়েছিল।

ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে ব্যারাকপুর শান্তি বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দু'দিন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা। শনিবার ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের ক্রীড়াপ্রেমী সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের কাজ মানুষের পাশে থেকে সেবা করা। তবে প্রতিযোগিতার মঞ্চে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা দেওয়া খুব ভালো উদ্যোগ। প্রসঙ্গত, স্বর্গীয় মানস চক্রবর্তী ও অভিজিৎ সেনগুপ্তের স্মরণে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস, উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষ, পুরপিতা তপন কুমার দে, প্রাক্তন পুরপিতা শম্ভু চক্রবর্তী, প্রাক্তন পুরমাতা মনীষা চক্রবর্তী, প্রাক্তন ফুটবলার প্রভাত হালদার-সহ বিশিষ্ট জনেরা ।

রবিবার হাওড়া বিভাগে একাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: লিলুয়া স্টেশন ও হাওড়া য়ার্ডের লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ১১ ফেব্রুয়ারি একাধিক ট্রেন বাতিল করার কথা জানাল পূর্ব রেল।

১১ তারিখ বাতিল থাকছে মেন লাইনে

বর্ধমান থেকে ৩৭৮১২, ৩৭৮১৮, ৩৭৮২০

হাওড়া থেকে ৩৭২১১, ৩৭২১৩, ৩৭২১৫, ৩৭২১৭, ৩৭২১৯, ৩৭৮১১, ৩৭৮১৭, ৩৭৮১৯,৩৭৩০৩, ৩৭৩০৭, ৩৭৩০৯, ৩৭৩১১

ব্যান্ডেল থেকে ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২১৮, ৩৭২২০

সিঙ্গুর থেকে ৩৭৩০৪

হারিপাল থেকে ৩৭৩০৮

তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩১২, ৩৭৩১৪

কর্ড লাইনে

বর্ধমান থেকে ৩৬৮১২

গুরাপ থেকে ৩৬০৭২

হাওড়া থেকে ৩৬৮১১, ৩৬০৭১

এছাড়াও চন্দনপুর-শক্তিগড় বিভাগে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে পূর্ব রেল ১০ - ১৭ তারিখ একাধিক ট্রেনকে ঘুরপথে চালানোর কথা জানিয়েছে।

১৫২৩৬ দারভাঙ্গা - হাওড়া এক্সপ্রেস ১০-১৭ তারিখ বর্ধমান ঢুকবে ১ টা ৯ মিনিটে। ট্রেনটি বর্ধমান-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

১৫২৭২ মুজাফফর পুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ১৪ তারিখ বর্ধমান ঢুকবে ১ টা ৯ মিনিটে। ট্রেনটি বর্ধমান-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

১২৩২৮ দেরাদুন-হাওড়া এক্সপ্রেস ১২ তারিখে ১ টা ২৫ মিনিটে বর্ধমান ঢুকবে। ট্রেনটি বর্ধমান-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

১২৩৭০ দেরাদুন-হাওড়া এক্সপ্রেস ১১, ১৩,১৪,১৫, ১৭ তারিখ বর্ধমান ঢুকবে ১ টা ৯ মিনিটে। ট্রেনটি বর্ধমান-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

এছাড়া ১৫২৩৪ দারভাঙ্গা-কলকাতা এক্সপ্রেস ১২ ও ১৫ তারিখ আসানসোল বিভাগে ৯০ মিনিট দেরিতে চলবে।

যাত্রীদের অসুবিধার জন্য পূর্ব রেল দুঃখপ্রকাশ করেছে।

চুঁচুড়ায় ইতিকে ডিম পাড়া হাঁস জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: নিজের হাতে বড় করেছিলেন হাঁসটিকে। তার মারা যাওয়ায় অঝোরে কেঁদেছিলেন চুঁচুড়ার গৃহবধূ। হাঁসের মৃত্যুর পর ময়নাতদন্ত চেয়ে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সন্দেহ ছিল খাবারে বিষ মিষিয়ে তিনটি হাঁস মেরে ফেলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। এবার সেই বধূর বাড়ি বয়ে হাঁস দিয়ে এলেন হুগলির জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ।

চুঁচুড়ার সিংহিবাগান এলাকার বাসিন্দা ইতি বিশ্বাসের ১০টি হাঁস ছিল। তাদের বিক্রি করে সংসারে কিছুটা সুরাহা হত তাঁর। ইতির স্বামী অসুস্থ এবং একমাত্র ছেলে ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছে। স্কুলের সামনে পাঁপড়ভাজা বিক্রি করে দিন চলে তাঁদের। তাই হাঁসের ডিম তার কাছে সোনার মতোই অমূল্য। গত ২০ জানুয়ারি ইতি বিশ্বাসের ৩টি হাঁসের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বাড়ির সামনে পড়ে থাকা ঠোঙায় রাখা মুড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে হাঁসগুলি। মুড়ি থেকে দুর্গন্ধ পান ইতি এবং তাঁর সন্দেহ হয় কেউ তাতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।ন এরপর হাঁসগুলিকে খুন করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ময়নাতদন্ত চেয়ে চুঁচুড়া থানা জেলা পশু হাসপাতালের দ্বারস্থ হন ইতি বিশ্বাস। কোনও সাহায্য না পেয়ে হুগলি জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তীকে বিষয়টি জানান তিনি।

গত ২৪ জানুয়ারি কর্মাধক্ষ্য ইতিকে নিয়ে থানায় যান। সেখানে অভিযোগ করার পর হাঁসটিকে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত হাঁসগুলির ময়নাতদন্তের ব্যবস্থাও করা হয়। কলকাতায় ভিসেরা পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছিল। তার রিপোর্ট এখনও আসেনি ইতির কাছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৭ মাঘ ১৪৩০ রবিবার

বাজেট বক্তৃতা চলাকালীন বিরোধী দলনেতার কথায় উত্তেজনা বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজেট বক্তৃতা চলাকালীন বিধানসভার ভিতরে নজিরবিহীন কথা কাটাকাটি। তৃণমূল বিধায়কের বাবা তুলে অশ্লীল আক্রমণ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শনিবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অন্তরে সাময়িক উত্তেজনার পরিস্থিতিও তৈরি হয়। পরে অবশ্য অধ্যক্ষ গোটা বিষয়টিকে সামলে নেন। তবে এই ধরনের ঘটনায় অসন্তুষ্টও হয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে, তিনি এও জানিয়েছেন, দিন-দিন বিধানসভার অন্দরে বিধায়কদের আচরণ নানা ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত বাজেট নিয়ে আলোচনায় শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের সময়। এদিন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সঠিকভাবে ব্যবহার করছে না। এই অভিযোগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, পঞ্চাদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে বিদ্যুতের বিল মেটাচ্ছে রাজ্য সরকার। তিনি যখন এই অভিযোগ করছিলেন তখন ট্রেজারি বেঞ্চের তরফ থেকে তারকেশ্বরের বিধায়ক রমেন্দু সিংহ 'চোর' 'চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। বক্তব্য থামিয়ে শুভেন্দু অধিকারী তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোর বাপ।' এরপরই নিজের সিট থেকে উঠে শুভেন্দু অধিকারীর দিকে তেড়ে যান রমেন্দু সিংহ। তবে তাঁকে থামিয়ে দেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পরে তারকেশ্বরের বিধায়ক জানান, শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য রাখার সময় তিনি তাঁকে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে চোর বলেছিলেন। তার পালটা শুভেন্দু অধিকারীর আক্রমণে তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছেন। তিনি বিষয়টি অধ্যক্ষের নজরেও এনেছেন। যদিও এই ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, তাঁকে চোর বলায় পালটা বাবা তুলেছেন তিনি।

এদিন অধ্যক্ষ বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কখনওই কাম্য নয়। আমি সকলকে সংযত হওয়ার জন্য আবেদন করব।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'অধিবেশনের পর তারকেশ্বরের বিধায়ক আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, বিরোধী দলনেতা বাবা তুলে আক্রমণ করার জেরে সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই আচরণের জন্য তিনি দুঃখিত।'

সন্দেশখালির ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ধরনায় বসার হুমকি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খোঁজ নেই সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শাহজাহানের। এদিকে শাহজাহানের শাগরেদ উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে ফুঁসছে সন্দেশখালি। ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে পোল্ট্রি ফার্ম, বাগানবাড়ি। প্রতিনিয়তই তাঁদের বিরুদ্ধে আসছে বিস্ফোরক অভিযোগ। এই অশান্ত পরিবেশ সামাল দিতে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ গোটা এলাকা। এদিকে সন্দেশখালি জুড়ে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট।

এই পরিস্থিতিতে 'সোমবার বিধায়কদের নিয়ে সন্দেশখালি যাব। ১৪৪ ধারা ভাঙব'। হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি রাজ্যপাল যদি সন্দেশখালির ঘটনায় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা না নেন, তা হলে রাজভবনের সামনে লাগাতার ধরনা অবস্থানে বসবেন বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু।

এদিকে এই সন্দেশখালি ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনের গতি আরও বাড়াতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি ব্রিগেড। শনিবার দুপুরেই মিছিল করে সোজা রাজভবন চলে যান বিজেপি বিধায়কেরা। এদিন রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু জানান, 'জনগণের মানবাধিকারকে, জনগণের রোষকে কোনওভাবেই পদদলিত করতে বিজেপি দেবে না। আমাদের মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা পথে নামতে চলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা সোমবার বিধানসভায় জড়ো হয়ে ১৪৪ ভাঙার জন্য সন্দেশখালি যাব।'

প্রসঙ্গত, এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ একেবারে মিছিল করে প্ল্যাকার্ড হাতে রাজভবনে যেতে দেখা যায় বিজেপি বিধায়কদের। রাজভবনের সিঁড়িতে বসে পড়েন তাঁরা। হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'সঙ্গে আছি সন্দেশখালি'। এদিকে শুভেন্দু অধিকারীদের অভিযোগ, শাহজাহানদের খুঁজে পায় না, কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন আন্দোলন করে, যখন গণতন্ত্রের কথা বলে তখন তাঁদের একেবারে ভোর রাতে গিয়ে গ্রেফতার করে। বিজেপির অভিযোগ, নন্দীগ্রামের কায়দায় সন্দেশখালিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে পুলিশ। সে কারণেই আট থেকে দশ জন আইপিএস অফিসার শুধুমাত্র সন্দেশখালিতে রয়েছেন। সে কারণেই জারি ১৪৪ ধারা। রাজভবনে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'অবিলম্বে রাজ্যপালকে সন্দেশখালি যেতে হবে', 'সন্দেশখালিতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়ন করতে হবে'।

অনলাইনে কর মেটালে আরও ১ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কর আদায়ে আরও সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। করদাতাদের অনলাইনের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আরও ১ শতাংশ ছাড়ের কথা ঘোষণা করল কলকাতা পুরসভা। তাদের নিয়ম অনুযায়ী, যে সমস্ত করদাতারা প্রতি মাসে সময়ে করের টাকা মিটিয়ে ফেলেন তাঁদের ৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয় কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বছরের সম্পত্তি কর যাঁরা দিয়ে দেন তাঁদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় আরও পাঁচ শতাংশ ছাড় থাকে। সবমিলিয়ে প্রায় ১০ শতাংশ ছাড় মেলে। এবার বেনিয়ম ঠেকাতে যাবতীয় পরিষেবা অনলাইনের আওতায় আনার চেষ্টা করছে কলকাতা পুরসভা। এবার এরই পাশাপাশি সম্পত্তি কর যদি অনলাইনে জমা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত এক শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে। তবে যাঁরা নির্ধারিত সময়ে এই সম্পত্তি কর জমা দেবেন তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার তরফ। অর্থ বর্ষের প্রথমদিকে সমস্ত কর একসঙ্গে অনলাইনে জমা দিলে ১১ শতাংশ ছাড় পাবেন পুরবাসী।

কিন্তু, এক্ষেত্রে অবশ্য 'ক্যাপিং' রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বাধিক কত টাকা ছাড় পাওয়া যাবে, সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ টাকার পর্যন্ত ছাড় পাবেন নাগরিকরা। এই এক শতাংশ ছাড় ২০০ টাকার বেশি হওয়া যাবে না। কারও যদি দেখা যায় কর ছাড়ের পরিমাণ ২০০ টাকার বেশি হচ্ছে সেক্ষেত্রেও তিনি ওই ২০০ টাকাই পাবেন।

প্রসঙ্গত, কলকাতায় এলাকাভিত্তিক করব্যবস্থার প্রচারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। যাতে সাধারণ মানুষ নতুন এই করব্যবস্থার আওতায় আসেন সেই জন্য নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি এক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে 'ক্যাপিং'। অর্থাৎ ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের আওতায় এলেও কারও কর ২০ শতাংশের বেশি বাড়বেও না কমবেও না। পাশাপাশি সমস্ত পরিষেবা ডিজিটালাইজড করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জন্ম ও মৃত্যু জাতিগত শংসাপত্র থেকে শুরু করে কর দেওয়া, লাইসেন্সের জন্য আবেদন ইত্যাদি। সবমিলিয়ে শহরবাসী যাতে অনলাইনে কর দিতে আগ্রহী হয়, সেই জন্য এই সিদ্ধান্ত।

শেড গড়ার আশ্বাস সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির গরুরফাঁড়ি সন্নিহিত রামকৃষ্ণ পল্লির রাধা গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে শেড গড়ার আশ্বাস দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের বাৎসরিক উৎসবে হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সাংসদকে কাছে পেয়ে মন্দির কমিটির সদস্যরা মন্দির প্রাঙ্গণের শেড গড়ার দাবি রাখেন। সেই দাবি মেনে তিনি শেড গড়ার আশ্বাসও দিলেন। প্রসঙ্গত, রামকৃষ্ণ পল্লি অধিবাসীবৃন্দ এবং রামকৃষ্ণ পল্লি উদয়ন সংঘের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় খুব জাঁকজমক সহকারে ২৫ বছর ধরে চলছে এই উৎসব । সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, জেটিয়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্যা নমিতা দাশগুপ্ত, তৃণমূল নেতা রানা দাশগুপ্ত, বানীব্রত ব্যনার্জি, দীপঙ্কর ঘোষ, অতনু রায় চৌধুরী, অরিন্দম দে-সহ মন্দির কমিটির সদস্য ও অন্যান্যরা।

কলকাতায় টেরিটি বাজারে চিনা নববর্ষ উদ্‌যাপন। ছবি: অদিতি সাহা

উচ্চ মাধ্যমিকের পশাপাশি সিলেবাসে বদল আসছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ-মাধ্যমিকের সিলেবাসের পর বদল হতে চলেছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিরও পাঠ্যক্রম। প্রায় ১২ বছর বাদে ফের সিলেবাসে বদল আসতে চলছে। মূলত পড়ুয়াদের ভিতকে আরও শক্ত করে গড়তে এই সিলেবাস বদল বলেই জানানো হচ্ছে সিলেবাস কমিটির তরফ থেকে। বাস্তবমুখী শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিলেবাসে বদল আনার চিন্তা এসেছে বলেও জানা গিয়েছে। সূত্রে এখবরও মিলেছে আগামী জুন মাসের মধ্যেই নতুন সিলেবাস তৈরির চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

জানা গিয়েছে, বিশিষ্টদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে নয়া সিলেবাস তৈরি হবে। সিলেবাস বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হবে অমর্ত্য সেন-সহ বহু বিশিষ্টদের। যাতে পড়ুয়ারা সঠিক বাস্তবমুখী শিক্ষা পায়। কারণ প্রকৃত শিক্ষাই তৈরি নতুন প্রজন্মের ভবিষত উজ্জ্বল করবে।

সিলেবাস বদলের বিষয়ে সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'আমরা বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বলেছি কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁরা যেনো সে বিষয়ে মতামত দেন। কী কী বিষয়ে পরিবর্তন আসতে চলেছে তা অবশ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।'

প্রসঙ্গত, দশ বছর বাদে উচ্চ-মাধ্যমিকের সিলেবাসেও বদল আসতে চলেছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন সিলেবাসে উচ্চমাধ্যমিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের পরিকল্পনা করছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ৪৭টি বিষয়ে সিলেবাস পরিবর্তন করতে চায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

আচমকা অসুস্থ মিঠুন চক্রবর্তী, ভর্তি কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুটিং করতে করতে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার সকালে তাঁকে সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর এমআরআই করা হয়েছে। কলকাতায় 'শাস্ত্রী' ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন অভিনেতা।

সূত্রে খবর, অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর প্রযোজনায় শাস্ত্রী ছবির শুটিং চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দেরি না করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান তৃণমূলের বিধায়ক সোহম। বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে খবর মিলেছে, মিঠুন চক্রবর্তী অস্থিরতা এবং বুকে ব্যাথা নিয়ে ভর্তি হন। প্রাথমিক চিকিৎসায় তিনি আপাতত ভালো আছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে সব খবর ছড়াচ্ছে সেদিকে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ২৮ নম্বর বেডে ভর্তি রয়েছেন তিনি। এমআরআই রিপোর্ট অ্যাকিউট স্ট্রোক ধরা পড়েছে।

স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন তিনি। চিকিৎসক সঞ্জয় ভৌমিকের সঙ্গে চিকিৎসক দেবব্রত চক্রবর্তী চিকিৎসা করছেন। এদিকে অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় জানান, এখন কিছুটা স্থিতিশীল। বর্তমানে ভাল আছেন। আমার সঙ্গে ওনার কথা হয়েছে। কোনও ভয়ের কারণ নেই। সব কিছু ঠিক থাকলে শনিবারই ওঁনাকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হতে পারে।

জানুয়ারি মাসের শেষে শুরু হয় 'শাস্ত্রী' ছবির শুটিং। এই ছবির মাধ্যমেই প্রায় ১৬ বছর পর আবার বড় পর্দায় ফিরছে মিঠুন চক্রবর্তী এবং দেবশ্রী রায়ের জুটি। সৌরসেনী মৈত্র, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, অনির্বাণ চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, কাঞ্চন মল্লিক, অম্বরীশ ভট্টাচার্যকে দেখা যাবে এই ছবিতে। ছবির প্রযোজক সোহম নিজেও অভিনয় করছেন ছবিটিতে। দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে তৈরি এই ছবিতে জ্যোতিষচর্চা এবং বিজ্ঞানের দ্বৈরথকে তুলে ধরা হবে। চলতি বছর পুজোয় মুক্তি পাওয়ার কথা পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'শাস্ত্রী'।

রাগে পেট্রোলে জ্বলন্ত সিগারেট! পুড়ে ছাই বাইক থেকে চারচাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার একতি আবাসনে পুড়ে গেল একের পর এক বাইক থেকে চারচাকা। সাতটি বাইক, তিনটি গাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার এন্টালি থানা এলাকার এক অভিজাত আবাসনে। ওই আবাসনের পার্কিংয়ে থাকা একটি গাড়ি থেকেই আশপাশের বাকি গাড়িগুলিতে আগুন ছড়ায়। কিন্তু আগুন লাগার পিছনে সামনে আসছে এক ভিন্ন ধরনের অভিযোগ।

এদিকে সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে ওই আবাসনের এক বাসিন্দা নিজের গাড়ি নিয়ে আবাসনে

ঢোকেন। কিন্তু গাড়ি পার্ক করতে গিয়েই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। তিনি প্রতিদিন যেখানে গাড়ি রাখেন, সে জায়গায় অন্য কেউ বাইক রেখে দিয়েছিল। আর সেটা দেখেই বেজায় বিরক্ত হন ওই ব্যক্তি। রাগের চোটে তাঁর পছন্দের পার্কিং এলাকায় রেখে দেওয়া বাইকে লাথি মারেন তিনি। লাথির চোটে বাইক যায় উল্টে এবং বাইকের ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল বেরোতে থাকে। এরপর সেই পেট্রোলের মধ্যে নিজের জ্বলন্ত সিগারেট ফেলেন ওই ব্যক্তি। তাতেই ঘটে যায় এই লঙ্কাকাণ্ড। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বাইক। আর তারপর আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাসে চলে যায় একের পর এক গাড়ি। পরপর পার্কিং করে রাখা সাতটি বাইক ও তিনটি চারচাকার গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদিও যে ব্যক্তির আবাসনের পার্কিংয়ে এই কাণ্ড ঘটেছে বলে অভিযোগ, ভাগ্যের জোরে তাঁর গাড়িটি অগ্নিকাণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: রাজ্যে ইতিমধ্যে ১২টি মাদ্রাসা ইংরেজি মাধ্যম চালু করেছে। আরও দু'টি এক মাসের মধ্যে যোগ দেবে। এই পদ্ধতি ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর মিশ্রণ অর্জন করেছে বলে মনে করেন মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ।

প্রতিযোগিতার বাজারে মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের আরও দক্ষ ও সক্ষম করে তুলতে বেশ কিছুদিন ধরেই নানা পরিকল্পনা নিচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড। এর সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন বুধবার জানান, পশ্চিমবঙ্গে ৬১৪-র ওপর এডেড, ২৩৪টি আনএডেড, ৪৯৭টি এমএসকে মাদ্রাসা আছে। পড়ুয়ার সংখ্যা হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল মিলিয়ে ৭ লক্ষের ওপর। প্রথম দুটি ১০-ম স্ট্যান্ডার্ডের। তৃতীয়টি দ্বাদশ শ্রেণির শেষে নেওয়া হয়। পড়ুয়াদের ৬৫ শতাংশেরও বেশি ছাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে এর আগে ২০১৪ সালে আটটি মাদ্রাসায় ইংরেজিতে পড়ানোর একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছিল। কর্মীদের ঘাটতি সত্ত্বেও, এই মাদ্রাসাগুলি প্রতি বছর স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি নেমে এসেছে। কমপক্ষে ৫০০ শিক্ষার্থী পড়ছে এই মাধ্যমে। প্রকল্পের সাফল্যের ফলে আরও মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এটি প্রতিবেশী দেশগুলিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যার ফলে শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের স্কুলগুলি পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার পদ্ধতির প্রতিলিপি করছে। মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন জানান, 'আমরা আটটি মাদ্রাসা দিয়ে ইংরেজি মাধ্যম শুরু করেছিলাম। এখন আমাদের ১২টি প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা ১৪ টি মাদ্রাসায় এই মডেল অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যে ১২টিতে ইংরেজিতে ক্লাস শুরু হয়েছে।'

জেলায় মাদ্রাসাগুলিতে ঐতিহ্যগত শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকে ১৮০ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে, প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে। এটি ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষা কাঠামোর মিশ্রণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আবু তাহের কামরুদ্দিন বলেন, 'প্রথম দিকে এটি অনুষদ এবং ছাত্র উভয়ের জন্যই কঠিন ছিল। মাদ্রাসার অনেক শিক্ষার্থীই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। তাদের অভিভাবকদের অনেকেই কৃষক বা ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবসায়ী। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তাদের এগিয়ে থাকার তাগিদ ছিল অদম্য। এটি আমাদের সাফল্যের সাথে আমাদের প্রথম সোপানের দিকে নিয়ে গেছে।'

তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, আগের চেয়ে মাদ্রাসার গুণগত মান বেড়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং শিক্ষকতায় যেরকম অনেক পড়ুয়া যাচ্ছে, তেমনই মালদার কালিয়াচকের ৩টে ব্লকে ৯৭ জন নিট উত্তীর্ণ হয়েছে। এটা যথেষ্ট আশার ব্যাপার। হাই মাদ্রাসায় হিন্দু পড়ুয়াও আসছে। বর্ধমান, বীরভূমে এদের শতাংশ অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশি। স্কুলগুলি শিশুদের ইংরেজিতে সৃজনশীল লেখায় উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতেও ছোট গল্প বা গল্পের বইয়ের পর্যালোচনা লিখে ছেন, দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'যে ভাষা প্রায় বিদেশি ছিল, তার সঙ্গে শিশুরা কীভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা দেখে আমরা গর্বিত।'

রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারি ওবায়দুর রহমানের মতে, 'মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও বড় ছিল। তারা নিজেদের আরও উন্নত করতে শুরু করেছেন। নদীয়ার একটি মাদ্রাসার একজন শিক্ষক এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছেন। পদ্ধতির এই পরিবর্তন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই উৎসাহিত করেছে।'

জেলে মহিলাদের গর্ভবতী হয়ে পড়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি এডিজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে মহিলা বন্দিরা গর্ভবতী হয়ে পড়ছেন। এরকম অন্তত ১৯৬টি ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের এক মামলায় এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছিল। অভিযোগ শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। তার প্রেক্ষিতেই এবার অতিরিক্ত ডিজি (কারা) লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা দাবি করলেন, রাজ্যের জেলে মহিলা বন্দিদের গর্ভবতী হয়ে পড়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শুরুতেই অভিযোগ অস্বীকার করে আগেই মুখ খুলেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কারা মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, 'এই অভিযোগের সারবত্তা নেই। অনেকে গর্ভবতী অবস্থাতেই জেলে আসেন। প্রথমে তা বোঝা যায় না। যা ঘটেছে তা জেলের বাইরে। জেলের ভিতরে উঁচু পাঁচিল থাকে। মহিলা জেলে থাকেন মহিলা রক্ষীরা। পাঁচিল টপকে কোনও পুরুষ বন্দির পক্ষে মহিলাদের আসা সম্ভব নয়'। এদিন সেই সুরই শোনা গেল এডিজি কারার মুখে। তিনি বলেন, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশপ্রণোদিত। কারা এই গুজব ছড়াচ্ছে আমরা খতিয়ে দেখছি। জেলের ভিতরে কোনও মহিলার পক্ষে গর্ভবতী হওয়া অসম্ভব। কোনও মহিলা জেলে গর্ভবতী হননি। জেলে থাকাকালীন যারা সন্তান প্রসব করেছেন তাঁরা আগে থেকেই গর্ভবতী ছিলেন। আমার সঙ্গে জেলের সুপারদের নিয়মিত বৈঠক হয়। আমি কখনও এই ধরনের কোনও অভিযোগ পাইনি। যারা এই গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সম্পাদকীয়

এবারের রাজ্য বাজেট সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং গরীব মানুষদের কথা মাথায় রাখা হয়েছে

উনি গরীব মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন আর সেই অনুযায়ী শুধু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি না জ্বালিয়ে, বাস্তবায়নও করে দেখান। আগাম আভাস দিয়েছিলেন, 'বাজেটে চমকে যাবেন সবাই!' বৃহস্পতিবার সত্যি সত্যিই চমকে যাওয়ার মতো বাজেট প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করিয়ে সে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে দ্বিগুণ অনুদান, জবকার্ড হোল্ডারদের জন্য ৫০ দিনের কাজ, আলুচাষিদের শস্যবিমার প্রিমিয়াম 'মকুব', স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড়, পাঁচ লক্ষ সরকারি নিয়োগ;কী নেই সেই প্রস্তাবে। সব মিলিয়ে আগামী ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করিয়েছেন মমতা, এককথায় তা জনমোহিনী। চরম কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, হাজারো আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি পিছিয়ে আসেননি। বরং মূল্যবৃদ্ধির এই আবর্তে সাধারণের হাতে নগদের জোগান বাড়ানোর যে ফর্মুলা দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা, তাও মান্যতা পেয়েছে মা-মাটি-মানুষ সরকারের এই বাজেটে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে দু'হাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে মমতার সরকার। রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টচার্যের পেশ করা বাজেটে সবথেকে জোর দেওয়া হয়েছে নারী ক্ষমতায়নে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক অনুদান ৫০০ থেকে বেড়ে হচ্ছে ১,০০০ টাকা। তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলা এখনই এই খাতে হাজার টাকা পান। তা বেড়ে হবে ১,২০০ টাকা। এর জন্য বাড়তি ১২ হাজার কোটি টাকার দায়ভার চাপছে সরকারের কাঁধে। পাশাপাশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দু'বছর ধরে বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে জবকার্ড হোল্ডারদের মজুরি বাবদ ৩,৭০০ কোটি টাকা চলতি মাসেই মিটিয়ে দেবে রাজ্য। পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৫০ দিনের কাজের গ্যারান্টির 'কর্মশ্রী' চালুর কথাও ঘোষণা হয়েছে বাজেটে। এছাড়া রয়েছে ক্ষুদ্রশিল্পে উৎসাহ দিতে উদ্যোগপতিদের জন্য কোনওরকম 'জামানত' ছাড়া ১০০ শতাংশ ঋণ, মৎস্যজীবীদের জন্য নয়া প্রকল্প 'সমুদ্রসাথী', সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিসের ১০০০ টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধি, সরকারি দপ্তরের পাঁচ লক্ষ পদে চাকরির মতো আর্থ-সামাজিক স্তরে প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপও। অনলাইনে পড়াশোনার জন্য এবার একাদশ শ্রেণি থেকে পড়ুয়াদের ট্যাবলেট/স্মার্টফোন দেওয়ার ঘোষণা করে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে নিজেদের ফারাক বুঝিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ১১৬ কোটি টাকার যে বাজেট এদিন পেশ করা হয়েছে, তাতে আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ মাত্র সাত কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার সবথেকে বড় শিকার গ্রামবাংলার অর্থনীতি। বাজেট পর্বে তার হাল ফেরানো নিয়ে চর্চা ছিল তুঙ্গে। জল্পনা সত্যি করে ১০০ দিনের কাজের পাশাপাশি আবাস যোজনায় বঞ্চিত উপভোক্তাদের কথাও উঠে এসেছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাজেট বক্তৃতায়। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আর একমাস অপেক্ষা করবে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে কেন্দ্র টাকা না মেটালে, ১১ লক্ষ উপভোক্তাকে রাজ্যের কোষাগার থেকেই অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বিরোধীরা অবশ্য বলছে, এটা ধারের টাকার বাজেট। দেউলিয়া হবে রাজ্য

জন্মদিন

আজকের দিন

মিমি চক্রবর্তী

১৯৩৫ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় গুরুবক্স সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর জন্মদিন।*
১৯৮৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

বিরোধী ব্যর্থতাই মোদীর সাফল্য

তন্ময় কবিরাজ

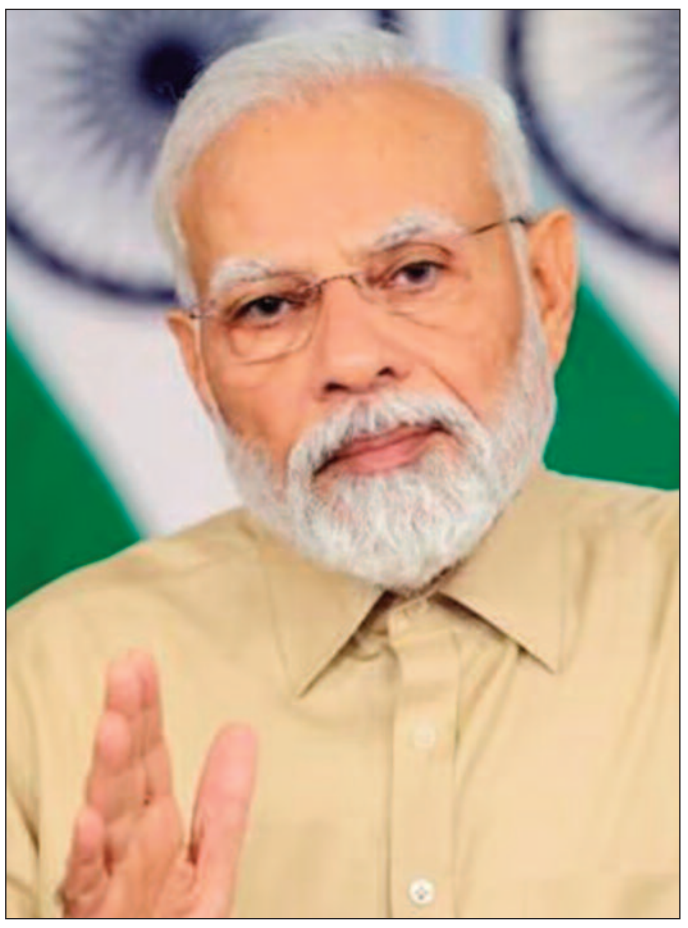

২০০১ সালে ইডেন টেস্টে ঐতিহাসিক ম্যাচের কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া। তখন অস্ট্রেলিয়া মানেই বাঘের বাচ্চা। সেই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ককে টস করতে যাবার আগে মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন তৎকালীন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিনের সৌরভের দাদাগিরি পুরো দলটার ইমেজ বদলে দিয়েছিল। আজ প্রাক লোকসভার আগে বিরোধী শিবিরে দাদাগিরি করার মত একজন দক্ষ নেতার অভাব। মোদি যেভাবে বিরোধী শিবিরের জোট ভেঙে ভোটে ৩৭০ভোট আসনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন, তাতে এবার ভোটের তাঁর জয় যে শুধু সময়ের অপেক্ষা সেটা তিনি ভালো করেই জানেন। জয় নিশ্চিত জেনেই তিনি যেনো তেনো প্রকারেন মার্কা একটা বাজেট পেশ করেছেন যার ভূত ভবিষৎ কিছুই নেই। মোদি বরাবর নিজের মতো করে কাজ করেন। সমালোচনাকে তিনি গুরুত্ব দেননা। ক্ষমতায় আসার পরেই সরকার তথা দলের ভার নিজের কাঁধে নেন। নিজের অনুগতদের নিয়ে দল সাজিয়েছেন। প্রবীণদের ঝেড়ে ফেলেছেন। নিজেই হয়ে উঠেছেন দল তথা সরকারের মুখ।সাংবিধানিক প্রধানকেও তিনি বিশেষ পাত্তা দেননা। আবার দরকারে আসরে নেমে ভোটের আগে নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব মেটাতে কখনও অটল বিহারী বাজপেয়ী বা কখনও লালকৃষ্ণ আডবাণীকে ভারত রত্ন দিয়ে দলের কাছে নিজের সহনশীল বার্তা দেন। তাঁর সাফল্যের একটাই কথা, বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করো, সাফল্য একদিন আসবেই। মোদির সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কম নেই। ক্যাগের রিপোর্টেও তার উল্লেখ রয়েছে। বিদেশনীতিতে মোদীর মন্ত্রী জয়শঙ্কর বারবার ব্যর্থ। তাঁর শেষ ব্যর্থতার নজির মালদ্বীপের মইজ্জু সরকারের চূড়ান্ত ঘোষণা। মালদ্বীপ ভারতকে সেখান থেকে সেনা তুলে নেবার দিন জানিয়ে দিয়েছে। জয়শঙ্কর যতোই এটাকে মালদ্বীপের নিজস্ব বিষয় বলুক না অনেকে এটাকে জয়শঙ্করের কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলেই দেখছেন। জয়শঙ্করের বিদেশনীতিতে ভারতের পররাষ্ট্র সম্পর্ক ভালো হবার পরিবর্তে খারাপ হয়েছে। আসলে তিনি মোদি অনুগত। তাই বিদেশনীতিকে মোদীর ভোটের চমক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন জয়শঙ্কর। বিপদ বেড়েছে ভারতের। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন মোদীর ধর্মীয় ভাবমূর্তির ইমেজে ফেরাতে। অন্যদিকে, বাইডেন মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন চীন প্রভাবের বিকল্প অর্থনীতি গড়ে তুলতে।

যদিও এসব ঘটনা বিরোধী দলের কাছে ইস্যু নয়? আর মোদীও জানেন, ভারতীয় রাজনীতিতে এসবের প্রভাব পড়েনা।তাই তিনিও নীরব। তিনিও চুপ করে যান, বিরোধীরাও চুপ করে যায়। যেমন মণিপুরের কথাই ভাবুন একবার। বিরোধিরা ইস্যু খুঁজতে ব্যর্থ। তারা মানুষের সমস্যাকে ইস্যু করার পরিবর্তে মোদীর ভুল ধরতেই ব্যস্ত। মোদি ভুল করলে ইস্যু হবে নাহলে নিজেরা মেলা খেলা করে কখনও ব্রিগেড তো কখনো দিল্লিতে জমায়েত করে ক্ষ্মবনভোজনক্ষ্মকরবে। অনেকটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পরে জমিদার শ্রেনীর মত অবস্থা। মোদি জানেন, বিরোধিরা একজোট হতে পারবে না। তাই বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে তিনি বিরোধিদের ঢুকিয়ে দেন। বিরোধীরাও লাট্টুর মত কিছু দিন পাক খেয়ে নেয়, দিয়ে আবার সব সব শান্ত হয়ে যায়।

মোদি সব জায়গায় সমান রাজনীতির পন্থা অবলম্বন করেন না। ধর্মকে তিনি হাতিয়ার করলেও প্রাক মোদি যুগের মত তিনি কট্টর নন। ধর্মকে তিনি আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে দেন, সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। লৌকিক পরলৌকিক জীবনের এতো ভালো রসায়ন একমাত্র তিনিই জানেন। তাই তাঁর এক একটা বিতর্কের জট খুলতে পণ্ডিত তথা সংবিধান প্রণেতাদের ঘাম বেড়িয়ে যায়। তিনি শিবাজী নয়, ধর্মকে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবহার করেন। তাই রাম মন্দির স্থাপনে বিরোধিরা হাজির না থাকলেও সবাই সংযত অবস্থান গ্রহণ করেছে। রাজ্যে শাসক দলের দরকার ছিল না নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের ন্যায় প্রতিক্রিয়া জানাবার। তবু তারা তাই করলো। আর ফায়দা হলো বিজেপির। রাম নবমীকে গুরুত্ব দিয়ে তৃণমূল নেতারা একই ভুল করে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিল, যা সিপিএম অনেকদিন আগে থেকেই বলে আসছে। আসলে রাজ্যে তৃণমূলের অবস্থান ভালো হলেও তারা ভয় পাচ্ছে কারন বাইরের রাজ্যে গুলোর অবস্থান সুবিধাজনক নয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি। আবার নেতা কেনা বেচার মত লোটাস অপারেশন তো আছেই। উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উগ্র প্রতিক্রিয়ামুলুক ও দল পরিবর্তনের রাজনীতি পছন্দ করেন। যদিও ভারতের সব দলের একই অবস্থা। তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচকরা বেশি চর্চা করেন কারণ অনেকের কাছেই তিনি সততার প্রতীক। মোদি রাম মন্দির ও সেঙ্গেল নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আবেগকে নাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, রাম মন্দির স্থাপনের আগে আচার উপাচার পালনের জন্য তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অশান্ত মণিপুরের মধ্যেও তিনি উত্তর পূর্ব ভারতের জন্য তিনি আর্থিক উদারনীতি গ্রহণ করেন। আসামে মা কামাখ্যা নামে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এমনিতেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক খুব ভালো। সমস্যার সমাধান তাঁর যুক্তি বিরোধিদের বিদ্ধ করে মোদিকে সাহায্য করেছে। পাঞ্জাব বাংলায় মোদি ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চায় না। তাই খালিস্থান প্রসংগে কানাডার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলে মোদি সরকার ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করে। বরং এই রাজ্যে তিনি কৃষকদের জন্য কল্পতরু। বাজেটে তাই কৃষকদের আয় বাড়াবার চেস্টা করে কৃষক আন্দোলনকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে ,ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, নারী স্বাস্থ্য, সুরক্ষায় মহিলা সমাজে যখন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তখন আসা কর্মী, অঙ্গণআরি কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় এনে রাগে জল ঢালার চেস্টা করেছেন। জরায়ু, মুখে ক্যান্সারের মত রোগের জন্য প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। বিরোধিদের সব থেকে বড় অস্ত্র ছিল কর্মসংস্থান, বাজেটে যার কোনো উল্লেখ নেই। নির্মলা সীতারামান শুধু বলেছেন, প্রযুক্তির সঙ্গে যুব শক্তি মিশে যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধির যুগে বিপদ আরো গভীরে। বিকল্প কর্মসংস্থানের কোনো ভাবনা মোদীর এই বাজেটে নেই। বরং তিনি ২০৪৭সালের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। মোদীর এতো দিনে আচ্ছে দিনের একটাও বাস্তবায়িত হয়নি। রাজ্যগুলোতেও কর্মসংস্থানের হাল বেহাল। কেউ আর কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বার করতে চাইছে না। পাশাপাশি, বিহারে নীতিশকে বেলাইন করে মোদীর লক্ষ্য ছিল ঝাড়খণ্ড। ঝাড়খন্ডে সরকার তৈরি হলেও বিপদ এখনও কাটেনি। পাঞ্জাবেও সুড়ঙ্গ কাটছে বিজেপি। চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনে এতো দুর্নীতি হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও অবাক। লোকসভা ভোট আর হাতে গোনা সময়ের অপেক্ষা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছেন, বিজেপি তাঁকে দল পরিবর্তনের জন্য চাপ দিচ্ছে।সহানুভূতির কায়দায় অধীর চৌধুরীকে দলে আনতে চাইছে বিজেপি। মোদি যখন ভোটের জাল পাতছে, বিরোধিরা তখন নিজেদের আসন ঠিক করতেই পারছে না। বিরোধিদের অক্ষমতার দৌলতে মোদি সরকার একের পর এক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে নিজের কাজে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ আসছে। সমাজকর্মী তিস্তা শিতলাবাদ বলছেন, ২০২৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতায় এলে সংবিধান বলে কিছু থাকবে না। এতো দিন সিবিআইকে খাঁচায় বন্দি তোতা পাখি বলা হত। এখন তো সবাই বলছে ইডি বিজেপির পার্টি অফিস। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ক্যগের রিপোর্টকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ভ্রান্ত। উল্লেখ্য, নব পার্লামেন্টের উদ্বোধন থেকে রাম মন্দির স্থাপন — কোথাও রাষ্ট্রপতি নেই। অথচ সেই রাষ্ট্রপতির মুখেই মোদীর ঢালাও প্রশংসা। নির্বাচন কমিশনের গঠনে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ক্ষীণ করে দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েল সরকারের মত মোদি সরকারও বিচার বিভাগকে নিজের কব্জায় রাখতে চাইছে। শুরুটা করে গেছেন কিরন রিজেজু। তারপরেও বিরোধিদের ঘুম ভাঙে না। আসলে শাসক বিরোধী সবার রাজনীতিটা একই। বিরোধী দলে থাকলে ন্যায়,আর শাসকে থাকলে অন্যায়। তবে বিরোধিরা যে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না তা কংগ্রেস দলকে দেখলে বোঝা যাবে। অতি সম্প্রতি তিন রাজ্যের ভোটে নিজেদের দলীয় কোন্দলে তাদের পতন হয়েছে।

বর্তমানে কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে সারা দেশে প্রার্থী দেবার মত নেতা নেই। নতুনদের ফেস ভ্যালু তেমন নেই। প্রবীণরা ভোটে লড়াই করতে চাইছে না। টালমাটাল অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে অন্য দলের সাহায্য লাগবেই। দক্ষিণ ভারতের রাহুল গান্ধীর সাফল্য কংগ্রেস সে ভাবে প্রচার করতে পারেনি। দুর্বল সংগঠন আর পরিবারতন্ত্র কংগ্রেস দলটাকে শেষ করে দিলো।এতো দিনে মোদীর ন্যায় কোনো নেতা তৈরী হলো না।বাকি দলগুলোর মধ্যে ইগোর লড়াই মানুষ ভালো চোখে দেখছে না। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে জন ক্ষোভ থাকলেও শুধু শক্তিশালী বিরোধী শক্তি না থাকায় ফায়দা তুলছে বিজেপি। হয়তো আসন বাড়বে কিন্তু শতাংশ কমবে। সিপিএম তৃণমূলের থেকে দুরত্ব বাড়াতে গিয়ে কংগ্রেসে সঙ্গে জোট করা নিয়ে সন্দেহে রয়েছে। সিপিএম এর নড়বড়ে রাজনীতিতে ক্ষতি হচ্ছে মীনাক্ষীর মত নেত্রীরা যাঁরা দলটা নতুন করে দিশা দেখাচ্ছে।রাহুল খাগরে বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করলেও বরফ গলছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে নিজের সিটে তাঁর দলের লোককে বসাতে চান। ফলে কংগ্রেস সেটা মানতে নারাজ। কংগ্রেস নেতা শশী থারুর তাই বলেছেন, প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের কথা ভাবা উচিত। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে এখনো আসন রফা হয়নি। পাঞ্জাবে আপ কংগ্রেস দ্বন্দ্ব রয়েছে। ফলে বিরোধিরা নিজের রাজনৈতিক স্বার্থের কথা ভেঙে মোদির জয়ের পথ প্রশস্থ করছে। অনেকেই তাই আশঙ্কা করছে, এভাবে সবাই যদি নিজের কথা ভাবে তাহলে বিজেপি তার সংগঠন আরও বাড়াবে এবং আজ কংগ্রেসে যা হাল আগামীদিনে বাকি দলগুলোরও একই অবস্থা হবে? কারন মানুষের কাছে বিকল্প রাস্তা বন্ধ। জর্জ বার্নার্ড শ বলতেন,পরিবর্তন ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়।

দধিকর্মা, গোটা সেদ্ধ, আর সরস্বতী পূজা

প্রদীপ মারিক

সরস্বতী পূজা মানেই বাঙালি আবেগ। সারা বছর ধরে ছাত্র ছাত্রীদের মত আপামর মানুষ অপেক্ষা করে থাকে সরস্বতী পূজার জন্য। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। সরস্বতী পুজো মানে বাঙালির কাছে এক রাশ ভালোলাগা। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের কাছে। শাড়ি-পাঞ্জাবি আর প্রেমের গন্ধে, সঙ্গে থাকে ভূরিভোজ। আবার অনেকে অপেক্ষা করে থাকে সরস্বতী পুজোর পরের দিনের জন্য। কারণ এ দিন অনেকের বাড়িতে গোটা সেদ্ধ রান্না করা হয়। সরস্বতী পুজোর পরের দিন হল শীতল ষষ্ঠী। এই দিন সন্তানের মঙ্গল কামনায় ব্রত করেন বাড়ির মহিলারা। পুজোর পরের দিনেই দধিকর্মা করা হয়, বাগদেবীর আরাধনায় তা আবশ্যিক। শাস্ত্রমতে দধিকর্মা খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। সরস্বতী পুজোর পরের দিন সকালে দধিকর্মা করার হিন্দু পরিবারের রীতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সরস্বতী পুজো মানেই শিশুদের হাতেখড়ি, ব্রাহ্মণভোজন ও পিতৃতর্পণের প্রথাও । পূজার দিন সন্ধ্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সর্বজনীন পূজামণ্ডপগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা যায়। পূজার পরদিন পুনরায় পূজার পর চিড়ে ও দই মিশ্রিত করে দধিকরম্ব বা দধিকর্মা নিবেদন করা হয়। এরপর পূজা সমাপ্ত হয়। সরস্বতী পুজো সকাল থেকেই উপোস করার নিয়ম। অঞ্জলি দেওয়ার পর খালি পেটে প্রসাদের ফল-মিষ্টি থেকে অ্যাসিডিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পরের দিন সকালে সুস্বাদু দধিকর্মা খেলে পেটের অবস্থা ঠিক থাকে। তবে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয় মানুষজন। দই-চিঁড়ে-খই দিয়ে তৈরি ফলাহার ঋতু পরিবর্তেনর জন্য দুরন্ত ঔষধি হিসেবে কাজ করে। এতে পেট ও ভরে আবার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এই দধিকর্মা। এটা খেতেও সুস্বাদু। পুষ্টিমূল্যেও অতুলনীয়। পুজোয় এই খই-দইয়ের মণ্ড খাওয়ার জন্য সকলেই হাপিত্যেশ করে অপেক্ষা করে থাকে। বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই পছন্দ এটি। যতই মিষ্টি হোক না কেন, রোগভোগ উপেক্ষা করে বয়স্করা অল্প হলেও দধিকর্মা না খেয়ে পুজোর ইতি করেন না। বাঙালিরা যে কতটা ভোজনপ্রিয় তা বোধ হয় সকলেরই জানা। যে কোন উৎসব, আনন্দ- উদযাপনের একটা মুখ্য ব্যাপার হয়ে থাকে খাওয়া দাওয়া। সরস্বতী পুজোর পরই শীতল ষষ্ঠী এই দিন ৬ রকমের সব্জি ৬টা করে গোটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে খাওয়ার নিয়ম সরস্বতী পুজোর দিন রান্না করে পরদিন ঠান্ডা খেতে হয় গোটা সেদ্ধ কারণ এদিন অরন্ধন আবার এই গোটা সেদ্ধ পুষ্টিকরও তাই এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও রয়েছে যেহেতু এই সময় পক্স, ইনফেকশন, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ হয়, তাই শরীর ঠান্ডা রাখতেও গোটা সেদ্ধ খাওয়া হয় উনুনের পাশাপাশি এদিন বাঙালি বাড়িতে শিল নোড়াকেও বিশ্রাম দেওয়ার নিয়ম মূলত আলু, রাঙাআলু, কড়াইশুটি, শিম, কচি বেগুন ও কচি পালং শাক একসঙ্গে গোটা সেদ্ধ করা হয় সঙ্গে থাকে কাঁচা মুগ ডাল আলু পেটের নানা সমস্যায় ভালো কাজ করে। কারণ, সেলিয়াক নামের পেটের অসুখে গ্লুটেন-জাতীয় খাবার খাওয়া যায় না, এ ছাড়া পেটব্যথা, ডায়রিয়া, অ্যাসিডিটির জন্য আলু খাওয়া ভালো। রাঙাআলুর গুণে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড, যা ফাইটোকেমিক্যালের ঘনত্ব কমিয়ে দিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তে জমাট বাধা বা থ্রম্বোসিসের ঝুঁকি কমায়। করাইসুটিতে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, থিয়ামিন, ফোলেট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এবং ফসফরাস সহ একাধিক জরুরি ভিটামিন ও খনিজের ভাণ্ডার। তাই তো শরীরের হাল ফেরাতে নিয়মিত কড়াইশুঁটি খেতেই হবে। পুষ্টিগুণ শিমের মধ্যে প্রোটিন, জটিল শর্করা, ফোলেট এবং আয়রন বেশি থাকে। শিমেও প্রচুর পরিমাণে ফাইবার (তন্তু, আঁশ) এবং দ্রবণীয় ফাইবার থাকে। এক কাপ রান্না করা শিম ৯ থেকে ১৩ গ্রাম ফাইবার সরবরাহ করে। বেগুনে রয়েছে পুষ্টির ভাণ্ডার। এতে আছে, কার্ব, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, ফোলেট, পটাশিয়াম, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, নিয়াসিন, ম্যাগনেশিয়াম ও কপার। অর্থাৎ একা বেগুনে লুকিয়ে থাকে এত প্রয়োজনীয় সব ভিটামিন ও খনিজ।

তাই বিভিন্ন অসুখ থেকে শরীরকে বাঁচাতে পারে এই সবজি। পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন- কে, ভিটামিন ডি, ফাইবার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন সি যা হাড় গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পালং শাক ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন খনিজে সমৃদ্ধ পালং সুপার ফুড হিসাবে পরিচিত। এতে ক্যালরির পরিমাণ খুব কম থাকায় ওজন কমাতেও এটি ভূমিকা রাখে। সরস্বতী পুজোর দিন বিকেলে সকল রমণীরা রান্না ঘর পরিষ্কার করেন। এবার নতুন কড়াইয়ে গোটা সেদ্ধ বানান। প্রথমে কড়াই সরষের তেল দিতে হয়। এতে পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কা দিতে হয়। এবার সব সবজি না কেটে দেওয়ার নিয়ম আছে। একটু নেড়ে নুন হলুদ দিয়ে, পরিমাণ মতো জল দিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। গোটা সেদ্ধ তৈরির সময় কোনও সবজি কাটা যাবে না। আলুর খোসাও ছাড়ানো হয় না। গোটা অবস্থাতেই তা কড়াইয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তা সেদ্ধ হয়ে রান্না হয়ে যায়। বাঙালিদের হেঁসেলে গোটা শীতল ষষ্ঠী তাই গরম খাবার নয়, আগের দিন সেদ্ধ করে শীতল খাবার খাওয়ার নিয়ম এদিন কর্মব্যস্ত কোন বাঙ্গালীদের বাড়ি গোটা সেদ্ধ রান্না না হলে পরিবার পরিজনের বাড়ি থেকে কিংবা অফিস কলিগের বাড়ি থেকে এসে পৌঁছায় সেই রান্না। গোটা সেদ্ধ খাওয়ার রীতি আগেকার দিনের মত এখনো সমান ভাবে বহাল। সরস্বতী পুজোর সময় শীত প্রায় বিদায় নিয়ে বসন্ত আসার সময় হয়। মরসুম বদলের জন্য, এসময় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্বাস করা হয়, গোটা সেদ্ধ খেলে, জীবণু সংক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কথায় আছে বিশ্বাসে বিলায় বস্তু। সরস্বতী পূজার সঙ্গে এই দধিকর্মা কিংবা গোটা সেদ্ধ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষ মুনী ঋষিদের দেশ, আয়ুর্বেদিক মতানুসারে তাই গোটা সেদ্ধ রান্না খাওয়া খুবই প্রয়োজন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাবাকে খুনের অভিযোগে ধৃতকে দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ইসিএলে চাকরি পাওয়ার লোভে নিজের বাবাকেই খুনের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিকে নিয়ে এই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। এদিন ঘটনাটি তিনি কী ভাবে সংঘটিত করেছিলেন, সে সম্পর্কে একটি নাট্যরূপ প্রস্তুত করা হয়। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি কী ভাবে ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন, তা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলের সামনেই তা পুলিশ প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, এক খনি কর্মীর মেজো ছেলে আব্দুল হাকিম ইসিএলে চাকরি পাওয়ার লোভে নিজের বাবাকেই পথের কাঁটা মনে করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পাকাপাকি পরিকল্পনা করেছিলেন বলে অভিযোগ। তবে পুলিশের কঠিন প্রশ্ন উত্তরের ফাঁদে পড়ে শেষ রক্ষা হল না বলে দাবি। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর মেজো ছেলের কথাবার্তায় অসঙ্গতি দেখে, ঘটনার পনেরো দিনের মাথায় আব্দুল শেষমেশ ধরা পড়ে পুলিশের জালে। বাবাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করার অপরাধে তাঁরই মেজো ছেলে গ্রেপ্তার হন। ঘটনাটি ঘটে অন্ডাল থানার অন্তর্গত উখড়া ফাঁড়ি এলাকায়।

ধৃত আব্দুলকে দুর্গাপুর আদালত পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের আদেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় আব্দুল জানান, গত ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাবাকে বাজার নিয়ে যাবেন বলে টোটোতে চাপান, তিনি নিজেই টোটো চালাচ্ছিলেন, পরে বাঁকলার সুভাষ কলোনির অদূরে একটা জঙ্গলে নিয়ে যান কয়লা রাখা আছে বলে। অসহায় বাবা তখনও জানতেন না যে সেদিন তাঁর গুণধর ছেলে তাঁকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে সরানোর ব্যবস্থা করেছেন। পিতৃস্নেহে তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে জঙ্গলের একটু ভিতরে যান। সুযোগ বুঝে আব্দুল তাঁর বাবা এতোয়ারি মিঞাকে হঠাৎ পিছন থেকে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে হত্যা করেন। পরে হত্যা নিশ্চিত করতে এবং এটিকে একটি সাধারণ আত্মহত্যার ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তৎপর উখড়া ফাঁড়ির পুলিশের অনুসন্ধানে শেষ রক্ষা হল না আব্দুলের। শেষমেশ শুধু লোভের বসেই নিজের বাবাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে আপাতত শ্রীঘরে গুণধর ছেলে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, খনি কর্মী এতোয়ারি মিঞা ইসিএলের চনচনি কোলিয়ারিতে কাজ করতেন। আর মাত্র তিন মাস পরেই অবসর গ্রহণ করতেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর, আর ৬০ বছরের এই হলে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় হয়ে যেত। আর সেই বিষয়কেই নজরে রেখে, তাঁর ছেলে বাবার কাজ পাওয়ার লোভেই এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে অণ্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

বৈধ নথি ছাড়াই এমভিআই পার্কিং থেকে রাস্তায় বালিবোঝাই ট্রাক আটক

এআরটিওর সই-সিলমোহরে বালির গাড়ি পরিবহণের অনুমতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সর্ষের মধ্যেই ভূত! কোনও রকম নথি ছাড়াই একটি বালিবোঝাই ট্রাক আটক করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় চালক ও খালাসিকে। তারপরেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আটক হওয়া গাড়িতে থাকা এক শ্রমিকের দাবি, তাঁরা বিষ্ণুপুর এমভিআই জোন থেকে বালিবোঝাই করে হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে কোনও বৈধ নথি ছিল না। তাঁদের কাছে কাগজ হিসাবে ছিল বিষ্ণুপুর এআরটিও সাহেবের সই ও সিলমোহর দেওয়া একটি কাগজ। সরকারি রয়্যালটি দেওয়ার কোনও রকম কাগজ ছাড়াই সেই কাগজে উল্লেখ রয়েছে, গাড়িচালক বিষ্ণুপুর এআরটিও সাহেবের কাছে পরিবহণের অনুমতি চাইছেন, একটি গাড়িতে ওভারলোড বালি আনার জন্য বিষ্ণুপুর এআরটিও ফাইন করেন অতিরিক্ত বালি এই একটি গাড়িতে যাতে হাসনাবাদে নিয়ে যেতে পারে। এরপরে এই অনুরোধের পর বিষ্ণুপুর এআরটিও পরিবহণের অনুমতি দেন এবং কাগজের ওপর সই ও সিলমোহর দিয়ে দেয় এআরটিও সাহেব।

যদিও বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক প্রসেনজিৎ ঘোষের দাবি, সরকারি কোনও আইন নেই এইভাবে ওভারলোডেড বালি পরিবহণে পারমিশন দেওয়ার। তবে তিনি জানান, এই ঘটনার অভিযোগ তিনি পেয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার অফিসার বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছেন। সরকারি নিয়ম বিরুদ্ধ কোনও কাজ যদি কোনও অফিসারও করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, বিষ্ণুপুরের চুরামণিপুরে রয়েছে একটি এমভিআই পার্কিং জোন, এই পার্কিং জোনে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি রয়্যালটি ফাঁকি দিয়ে অবৈধ ভাবে বালি কারবার চলছিল এআরটিও সাহেবের মদতেই। বিষ্ণুপুর এআরটিও সাহেবের কাছে এই অভিযোগের কথা জানতে গেলে তিনি মুখ খুলতে রাজি হননি। তিনি জানান, সমস্ত কিছু মহকুমাশাসককে জানানো হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের কাছে সাক্ষাৎকার দেবেন মহকুমাশাসক। মহকুমা শাসকের দাবি, এই এমভিআই পার্কিংয়ের কতটা বৈধতা রয়েছে, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হবে।

স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'দি বিষ্ণু' মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, জয়পুর, লিলুয়া, হাওড়া এবং মণিপাল হাসপাতাল, যশবন্তপুর, বেঙ্গালুরুর যুগ্ম উদ্যোগে শনিবার থেকে দু'দিনব্যাপী স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন চলছে সিবিএসই অনুমোদিত 'ডারউইন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল', নিশ্চিন্দা, হাওড়া স্কুল প্রাঙ্গণে। স্থানীয় অদিবাসীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় এই স্বাস্থ্যশিবির সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ডোমজুড় বিধানসভার বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন। চিকিৎসা ইন্ডিয়ার সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা পুনীত সুরেকা অনুষ্ঠান চলাকালীন উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন যে 'দি বিষ্ণু' মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ডারউইন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সদস্যবৃন্দ এবং তাদের পরিবারের জন্য মণিপাল হাসপাতাল, যশবন্তপুর, বেঙ্গালুরুতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর ১০ শতাংশ ছাড়, বিনামূল্যে রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ডারউইন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুপদ দাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা 'দি বিষ্ণু' মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, জয়পুর, লিলুয়া, হাওড়া আগামী দিনে মানুষকে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

'দিদিকে ধন্যবাদ' নামক প্রচার সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে এবার প্রচারে নামল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার বিকেলে কাজোড়া বাজারের কালাবুনি মন্দির চত্বরে অণ্ডাল ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'দিদিকে ধন্যবাদ' নামক একটি প্রচার সভা করা হয়। ভাতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মহিলাদের সম্মানিত করেছেন। তাই এই কর্মসূচি বলে জানান অণ্ডাল ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভানেত্রী সুজাতা বসু সরকার।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে মাসিক ভাতার টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে জনজাতি মহিলারা হাজার টাকার পরিবর্তে এখন পাবেন ১২০০ টাকা করে প্রতি মাসে। সাধারণ মহিলাদের জন্য ভাতা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ করা হয়েছে। ৫০০ টাকার পরিবর্তে প্রতি মাসে এবার তাঁরা পাবেন ১০০০ টাকা করে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল, ব্লক সহ-সভাপতি মলয় চক্রবর্তী, কৌশিক মণ্ডল, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক পিয়ালী ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

ডায়গনস্টিক সেন্টারে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের, ফেরার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বুকে ব্যথার চিকিৎসা করাতে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে ডায়গনস্টিক সেন্টারে ইসিজি করাতে গিয়ে এক মহিলা শ্লীলতাহানির শিকার হলেন বলে অভিযোগ। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই ফেরার অভিযুক্ত ডায়গনস্টিক সেন্টারের মালিক। বাঁকুড়ার তালডাংরার এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে হইচই। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে নিগৃহীতার পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ওন্দা থানার নাকাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক মহিলার বুকে ব্যথা হওয়ায় তিনি তালডাংরায় এক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করাতে যান। চিকিৎসক তাঁকে ইসিজি করিয়ে আনার পরামর্শ দিলে ওই মহিলা স্বামীকে নিয়ে তালডাংরা বাজারে একটি ওষুধের দোকানে যান। ওই দোকানের মালিক মৃণালকান্তি ভুঁই ওষুধের দোকান চালানোর পাশাপাশি একটি ডায়গনস্টিক সেন্টার চালান। অভিযোগ, ইসিজি করে দেওয়ার নাম করে ওই মহিলাকে ওষুধের দোকানের পাশের একটি ঘরে ঢুকিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তাঁর শ্লীলতাহানি করেন মৃণালকান্তি ভুঁই। নিগৃহীতা প্রতিবাদ করলেও সে কথায় মৃণালকান্তি ভুঁই কান দেননি বলে অভিযোগ। পরে নিগৃহীতা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গোটা ঘটনাটি জানান তাঁর স্বামীকে। এরপর ওষুধের দোকানের মালিকের নামে তালডাংরা থানায় শ্লীলতাহানির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা।

এদিকে, এই ঘটনার পরই এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে দোকান বন্ধ করে গা ঢাকা দেন অভিযুক্ত। নিগৃহীতা ও তাঁর স্বামীর দাবি, এই প্রথমবার নয় ডায়গনস্টিক সেন্টারের ওই মালিকের আগেও একাধিকবার বিভিন্ন মহিলাকে ইসিজি করার নামে একটি আলাদা রুমে ঢুকিয়ে শ্লীলতাহানি করেছেন। একাধিকবার থানায় অভিযোগও হয়েছে। ওই ডায়গনস্টিক সেন্টারে নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে কোনও মহিলা কর্মী না রেখে এভাবেই মহিলাদের ইসিজি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L74999WB1919PLC003516

রেজিস্টার্ড অফিস ১৩/৩, স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪

ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৭.৬৬	১১৮.৬৩	১০৭.৯৭	৩৯.৩৬	১৩৮.৭৪	২৩১.৫১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	৮.৪৪	৪৭.৫১	১১৮.৫২	২.৪১	৪৪.৫৬	১২৪.২০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮.৪৪	৪৭.৫১	১১৮.৫২	২.৪১	৪৪.৫৬	১২৪.২০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪.৭৭	৭১.২৪	১২২.৬৫	(২.২৪)	৬৫.৬২	১২৭.০৫
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৩৯৭.৯২	১,০০০.১৬	১৬.৪৩	৩৯৯.৫২	১,০৭২.০৩	৭৫.৭৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	০.৬২	৯.২৩	১৫.৯০	(০.২৯)	৮.৫১	১৬.৪৭
	মিশ্রিত (টা.)	০.৬২	৯.২৩	১৫.৯০	(০.২৯)	৮.৫১	১৬.৪৭

দ্রষ্টব্য :

১ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.alfredherbert.co.in -এ ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

২ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১৩৩ অধীন নির্ধারিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানি এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতি নিয়েছে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, যাদবপুর
রেনু ভিলা ১৪/১, বাঘা যতীন
স্টেশন রোড, এসপিডি ব্লক
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৬

পরিশিষ্ট - ৪, [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি কাজল দাস এবং শ্রীমতি ঝুম্পা দাস ঘোষ, ই ১৩/এ বাপুজি নগর কলোনি, রিজেন্ট, এস্টেট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯২ **আরও -** ফ্ল্যাট-৩০২ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৪র্থ তলে এইচ/১৭, বাঘাযতীন কলোনি, পো অফিস : রিজেন্ট্র এস্টেট, থানা : যাদবপুর, বর্তমানে পাটুলি, কলকাতা : ৭০০০৯২।	২৬.১০.২০২৩ এবং ০৭.০২.২০২৪	**১৬,১৬,০৮০.০০ টাকা** (ষোলো লাখ ষোলো হাজার আশি টাকা) ০৭.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩০ বর্গফুট কমবেশি, ফ্ল্যাট : ৩০২ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৪র্থতলে উক্ত জি-৩ তলা ভবনে দুই বেড রুম এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম একটি কিচেন এক টয়লেট এক ব্যালকনি এবং টাইলসের মেঝে সমন্বিত, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত পুর প্রেমিসেস নং ৬৮/এইচ/৪৫৭, রাজা এস সি মল্লিক রোড (বাঘাযতীন কলোনি) ডাক ঠিকানা : এইচ/১৭, বাঘাযতীন কলোনি, পো অফিস : রিজেন্ট এস্টেট, থানা : যাদবপুর বর্তমানে পাটুলি, কলকাতা : ৭০০০৯২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৯, লিফট ব্যতীত, ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, **দক্ষিণে :** কলোনি সড়ক, **পূর্বে :** বিশু দে এর ভবন, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** অরিজিৎ হালদার, পিতা ডালু হালদার, ডি/৬৮, বাপুজিনগর, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৯২ **২) অনিতা হালদার** স্বামী ডালু হালদার, ডি/৬৮, বাপুজিনগর, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৯২, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ০৩, ২য় তল, ১১ চিত্তরঞ্জন পার্ক, যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২।	০৫.১০.২০২৩ এবং ০৭.০২.২০২৪	**১১,১৮,২৯৯ টাকা** (এগার লাখ আঠার হাজার দুশো নিরানব্বই টাকা) (০৩.১০.২০২৩ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ০৩, ২য় তলে পরিমাণ আনুমানিক ১০০০ বর্গফুট মোজাইক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এ এর সমতুল কমবেশি, উত্তর পশ্চিম দিকে ৩ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি, ১ ব্যালকনি, ১ কিচেন, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ১৩০ বর্গফুট, তপশিল এ সম্পত্তি অনুযায়ী মৌজা : রাজাপুর, আরএস খতিয়ান নং ১৪১/১ দাগ নং ১৫২, ১৫৩, ১৫৩/১৭০৮, ১৫৩/১৭০৯, ১৫৩/১৭১০ এবং সিএস খতিয়ান নং ৪০, আরএস খতিয়ান নং ৪৪, সিএস দাগ নং ২৬৮, আরএস দাগ নং ৩০৪, জেএল নং ২৩ পরিচিত প্রেমিসেস নং ৩৩৯/২, পশ্চিম রাজাপুর, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২, ডাক ঠিকানা : ১১ চিত্তরঞ্জন পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পূর্বতন জেলা ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১০২, জেলা : ২৪ পরগনা।

তারিখ : ০৭.০২.২০২৪ স্থান : কলকাতা | স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন।
সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.০২.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

ক্রম নং - ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৭.০২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৪৭,৯৬,৩৬৫ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা (সি.সি.) + ৫২,২৫,৩৯৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা) (এস.এল.সি.) = ১১,০০,২১,৭৫৯.০০ টাকা (এগারো কোটি একুশ হাজার সাতশো উনষাট টাকা) টাকা ০৮.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রা. লি. ঠিকানা :** ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **জামিনদাতাগণ : (১) শ্রীমতি কবিতা খেমকা ঠিকানা :** ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **২) শ্রী বিবেক খেমকা, ৩) শ্রীমতি তনু খেমকা উভয়ের ঠিকানা :** বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১তম তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১ আলিপুর রোড, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২১,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,১০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ২৪১ বর্গফুট ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস বস্তালয় চেম্বার, ৪এ, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬৫০৩ অনুযায়ী কবিতা খেমকা এবং তনু খেমকা এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19503/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৭.০২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪,৪২,৪১৩.৪০ টাকা ০৩.০৭.২০১৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া এবং শ্রী চন্দন পরশরামপুরিয়া (জামিনদাতা), উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট এনআরএফ-২৪৩, ডিএলএম নিউ টাউন, হাইট, রাজারহাট ব্লক-৬, কলকাতা - ৭০০১৫৬, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৯,১৯,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৯১,৯০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট নং সি-১, দ্বিতীয়তলে, উত্তর-পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে লিফট সুবিধা সহ, সামনের অংশে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ (নয়শো পঞ্চাশ) বর্গফুট মোজাইক মেঝে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এবং ডব্লু সি সহ, এক কিচেন এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ তপশিল 'এ' তে বর্ণিত মতে এবং ছাদের অধিকার, সকলের জন্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ফিক্সচার, ফিটিংস, বৈদ্যুতিন সংস্থাপন, তপশিল 'সি' তে বর্ণিত মতে এবং সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মিত অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী নং ১৯৯-২০০৬-২০০৭ সালের অনুযায়ী তারিখ ২৪.০৩.২০০৭ চন্দননগর পুরসভা কর্তৃক অনুমোদিত মতে ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ, এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬ এবং ফ্ল্যাটের প্ল্যান লাল কালি দ্বারা বিভাজিত এবং চিহ্নিত সংযুক্ত পরিশিষ্টে প্ল্যাট সংশ্লিষ্ট দলিল উল্লেখ্য দলিল নং ১-০২০৮৫/২০১৬ অনুযায়ী শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়ার নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18961/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২৭.০২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৪৭,৮৩,৭০৭.০০ টাকা ৩১.১০.২০১১** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **হেনা আলি,** স্বামী মহ. আলি, **ঠিকানা -** ১) ৬বি, ড. বীরেশ গুহ রোড, পো. সার্কাস এভিনিউ, থানা - করায়া, কলকাতা - ৭০০০১৭, ২) ১৫০/বি, লিন্টন স্ট্রিট, থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৬০, কলকাতা - ৭০০০১৪ ৩) প্রেমিসেস নং ১৯, শম্ভু বাবু লেন, পশ্চিম এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪ **মেসার্স নিউ ডায়মন্ড ট্রেডার্স,** ৪৬/১এ, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, **সম্পত্তি ১ :** সংরক্ষিত মূল্য **৪৭,৫২,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৪,৭৫,২০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা **সম্পত্তি ২ :** সংরক্ষিত মূল্য **৩৬,৫৮,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,৬৫,৮০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : সকল অংশ নির্মিত স্পেস বিল্ড আপ এরিয়া ২ কাঠা ২ ছটাক ২২ বর্গফুট জমি এবং চারতলা ভবন। পুর হোল্ডিং নং ২৫৬এ, প্রেমিসেস নং ১৯ শম্ভু বাবু লেন, ওয়ার্ড নং ৫৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পো অফিস : এন্টালি, থানা : এন্টালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০১৪। উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-০০৫৭৮-২০১১ তারিখ ২১.০১.২০১১ , এআরএ-১, কলকাতা) হেনা আলি, স্বামী মহম্মদ আলি এর অনুকূলে।
সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্মিত স্পেস বিল্ড আপ এরিয়া ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট জমি এবং তিনতলা ভবন। পুর হোল্ডিং নং ১৫০/বি,প্রেমিসেস নং ১৫০/বি, লিটন স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬০ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পো : লিন্টন স্ট্রিট, থানা : বেনিয়াপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০১৪, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০২৯৩১- ২০০৫ তারিখ ৩০.০৩.২০০৫ (এআরএ-১ কলকাতা) ১) মহম্মদ ইশাক পিতা প্রয়াত মহম্মদ ইসমাইল, ২) শ্রীমতি নাজিরুন বেগম, স্বামী মহম্মদ ইশাক এর অনুকূলে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০২.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18449/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ২৭.০২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২,৫২,১১,৩৫৬.০০ টাকা ১১.০২.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স করুণাময়ী কনস্ট্রাকশন প্রা. লি.** ২৯/৩, বি টি রোড, বেলঘরিয়া, করায়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬, **শ্রী সুবীর দত্ত,** পিতা প্রয়াত সুশীল কুমার দত্ত, প্রয়াত সুশীল কুমার দত্তের আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচিত, ১২৮/১, বি এল ঘোষ রোড, পো. আরিয়াদহ, কলকাতা - ৭০০০৫৭ **শ্রীমতি অনিমা দত্ত** স্বামী প্রয়াত সুশীল কুমার দত্ত, ১২৮/১, বি এল ঘোষ রোড, পো. আরিয়াদহ, কলকাতা - ৭০০০৫৭ সংরক্ষিত মূল্য **৮১,৯০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৮,১৯,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৪ কাঠা এবং ১৩ ছটাক ৩৪ বর্গফুট (কমবেশি) এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত জেএল নং ১, মৌজা : আড়িয়াদহ, কামারহাটি, আরএস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৩৪৯২(অংশ), এলওপি নং ৫, পুর ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং ৪৭২/১, প্রেমিসেস নং ৩৩, কামারহাটি পুরসভা অধীন, থানা : বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, (দলিল নং ৭০৭৯-১৯৯১ সালের অনুযায়ী শ্রী সুশীল কুমার দত্ত, প্রয়াত এর নামে)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০২.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19078/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১১.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আরামবাগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভার প্রস্তুতি তুঙ্গে, হল হেলিপ্যাডের ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগের কালীপুর কমপ্লেক্সের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি তুঙ্গে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী আসছেন আরামবাগে। বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন হতে পারে কালীপুর মাঠ থেকে। শনিবার সকাল থেকেই পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। আরামবাগের পল্লিশ্রীর মাঠে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড ছাড়াও কালীপুর মাঠে আরও একটি জায়গায় হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়। সেই হেলিপ্যাডেরই ট্রায়াল রান হল শনিবার। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে এই হেলিকপ্টারের ট্রায়াল হয়। পাশাপাশি দুটি হেলিপ্যাডে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বাজেট অধিবেশনের পর আরামবাগে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীকে জনমুখী বাজেট উপহার দিয়েছেন বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। এই পরিপেক্ষিতে ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভা করবেন আরামবাগে এবং এই প্রশাসনিক সভা থেকে তিনি আরামবাগবাসীর জন্য কি উপহার দেন সেই দিকে তাকিয়ে আরামবাগ মহকুমাবাসী। একদিনের সফরে সোমবার, ১২ ফেব্রুয়ারি কালীপুর মাঠে সরকারি অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। তাই শেষ বেলার প্রস্তুতি চলছে অনুষ্ঠানস্থলেও। প্রশাসনিক আধিকারিক এবং শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা ঘুরে দেখছেন সভাস্থল। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা বলেন, ভোট আসছে বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন সেটা কথা নয়। উনি প্রত্যেক জেলায় যাচ্ছেন। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, এটা প্রশাসনিক বৈঠক। ডিএম ও এসপিদের উপর দায়িত্ব রয়েছে। মাঠের প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃনমুল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন। তারই প্রস্তুতি চলছে।

তালাবন্ধ বাড়ি থেকে রক্তাক্ত জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শনিবার দুপুরে রায়গঞ্জ শহরের এক তালাবন্ধ বাড়ি থেকে রক্তাক্ত জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ পুরসভার অন্তর্গত ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ উকিলপাড়ার সৎসঙ্গ স্কুলের পেছনের পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম তপন দে (৫৪), অপর জনের নাম মিন্টু সরকার (৪৬) ওরফে বাপি। তপনবাবু রায়গঞ্জ পিএইচই দপ্তরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অপরজনের বাড়ি হেমতাবাদের ঠাকুরবাড়ি এলাকায়। মিন্টু ও পিএইচই দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ উকিলপাড়ার বাসিন্দা তপন দে তার মেয়ে তানিয়া দে'র সঙ্গে থাকতেন। তার স্ত্রী সুলেখা দে দু'বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যান কলকাতায়। শনিবারে তপন দে-র বন্ধু রতন সরকার দুপুরে তার বাড়িতে আসে বলে জানা গেছে। তপন বাবুর সঙ্গে অন্য আরেকজন ছিলেন তার নাম মিন্টু সরকার। কিছুক্ষণ পরে রতনকে বাড়ির থেকে তাড়াহুড়ো করে বের হতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দা।

আটক হওয়া ব্যক্তির স্ত্রী টুম্পা সরকার জানিয়েছেন, মৃত দুই ব্যক্তিই আমার স্বামীর পরিচিত। এদিন দুপুরে আমার স্বামী ফোনে কিছুক্ষণ উত্তেজিতভাবে কথা বলার পরেই তপন দে'কে খুন করবে বলে বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আমি তাকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারিনি। আমি তার পেছনে যাই। কিন্তু বাইক নিয়ে সে অনেক স্পিডে উধাও হয়ে যায়। আমি তপনের বাড়ি চিনতাম না। কিছুক্ষণ পরে আমি লক্ষ্য করি, আমার স্বামী বাইক চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। তার হাতে ও জামায় রক্ত লেগে রয়েছে। আমি আমার ভাইকে গোটা ঘটনা ফোনে জানানোর পর সে পুলিশে খবর দেয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। রক্তাক্ত মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গর্ভামেন্ট ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। কিছুক্ষণের পরে ছুটে আসেন রায়গঞ্জ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেভুব শেরপা। এই ঘটনায় রতনকে আটক করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। আটক ব্যক্তিকে টানা জেরা করা চলছে রায়গঞ্জ থানায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফোনে খবর পেয়ে রতনের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সে তখন রক্তমাখা জামা ধুতে ব্যস্ত ছিল। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জেনেছে, মৃত দুই ব্যক্তি ও রতন বন্ধু ছিল। এই ৩ জনই ব্রাউন সুগারের নেশা করতেন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ব্রাউন সুগারের প্যাকেটও বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে। এদের মধ্যে টাকা ধার দেওয়াকে কেন্দ্র করে কিছুদিন ধরেই ঝামেলা চলছিলো। এদিন সম্ভবত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এই ঘটনা হয়েছে। ফলে দুইজনের কেউই বাধা দিতে পারেনি।

কৃষ্ণনগরে যান নিয়ন্ত্রণ রুখতে কোনও রাজনৈতিক রং নয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে কোনও রাজনৈতিক রং দেখা হবে না, খোদ জানালেন নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শহর কৃষ্ণনগরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা মঞ্চে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের উদ্যেগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। কৃষ্ণনগর শহরে দুর্ঘটনা রুখতে ও টোটোর যানজট কমাতে উদ্যোগী হল কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ। এই উপলক্ষ্যে শনিবার বিকালে কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজ ময়দানে কোতোয়ালি টাউন ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর ছাড়াও কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান রীতা দাস সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা। এদিনের সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা কৃষ্ণনগর শহরে কিভাবে যানজট কমানো যায় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সর্বোপরি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কোনো রকম রাজনৈতিক রং না দেখে যান নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে বলে জানান নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা জেলা পরিবহন দপ্তরের সদস্য তারান্নুম সুলতানা মীর।

মালদায় গ্রেপ্তার ভুয়ো ফুড সেফটি অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভুয়ো ফুড সেফটি অফিসারকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইল বাজার এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ভুয়ো ফুড সেফটি অফিসারকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসংলগ্ন কথাবার্তায় পুলিশের সন্দেহ বাড়িয়ে তোলে। পরে ব্যবসায়ীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই ভুয়ো ফুড সেফটি অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম গৌতম দত্ত। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ভাকুরিয়া এলাকায়। এদিন বৈষ্ণবনগরের একটি বাজারে গিয়ে পরপর কয়েকটি দোকানে নিজেকে ফুট সেফটি ইন্সপেক্টর বলে অভিযান চালায়। তার সঙ্গে আরো একজন ছিল বলে অভিযোগ। হঠাৎ করে এরকম অভিযানে হতচকিত হয়ে পড়ে ১৮ মাইল এলাকার একাংশ ব্যবসায়ীরা। তবে কয়েকজন ব্যবসায়ীর ওই ফুড সেফটি ইন্সপেক্টরকে দেখে সন্দেহ হয়। এরপর তারা পাল্টা ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখনই পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অভিযুক্তের সঙ্গে থাকা এক সহকর্মী চম্পট দেয়। এরপরই খবর দেওয়া হয় বৈষ্ণবনগর থানায়। পরে পুলিশ এসে ধৃতকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, নিজেকে ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর বলে পরপর কয়েকটি দোকানে অভিযান চালায় ওই ব্যক্তি। এমনকী টাকা পয়সারও দাবি করা হয় বলে অভিযোগ। এই অভিযানের সময় কোনোরকম পুলিশ কর্তা বা অন্যান্য আর কোনো আধিকারিকরা ছিল না। ফলে সন্দেহ অনেকটাই দানা বাঁধে সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এরপরই পাল্টা ওই ব্যক্তিকে জেরা করতে গেলেই একের পর এক অযুক্তিকর কথা বলতে থাকে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি।

এদিকে এদিন আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত গৌতম দত্ত জানিয়েছেন, তাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি এরকম কোনও কাজ করেননি।

পুলিশ জানিয়েছে, ফুড সেফটি ইন্সপেক্টরের পরিচয় দিয়ে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি এদিন ব্যবসায়ীদের দোকানে গিয়ে টাকার দাবি করে।

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হাসপাতালে মৃত্যু শ্রমিকের, জমি বন্দক রেখে ছাড়াতে হল মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্জাবে কাজ করতে গিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় মালদার চাঁচলের এক পরিযায়ী শ্রমিক। আর সেই শ্রমিকের দেহ বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে ছাড়িয়ে আনতে ১৫ কাঠা জমি বন্দক রেখে বিল পরিশোধ করতে হল মৃতের পরিবারকে। চাঁচল ১ ব্লকের ভঞ্জনা গ্রামের এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প চালু থাকলেও কেন মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে এভাবে দুর্ভোগে পড়তে হল। কেন মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পঞ্জাবে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরিয়ে আনার কোনও ব্যবস্থা করা হল না। শনিবার সকালে কফিনবন্দি অবস্থায় পঞ্জাব থেকে মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ মালদার চাঁচলের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আনেন পরিবারের লোকেরা।

চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জানিয়েছেন, এরকম বিষয় জানা নেই। তবে যদি এমনটা ঘটে থাকে অবশ্যই প্রশাসনিকভাবে তা তদন্ত করে দেখা হবে। পাশাপাশি সরকারি নিয়ম মেনে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সবরকম সাহায্য করা হবে। পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম ইলিয়াস আলি (৪৫)। তার পরিবারে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। দুই ছেলে ভিনরাজ্যে কর্মরত। এক মেয়ের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। মেয়ের বিয়ের ঋণ মেটাতেই পঞ্জাবে রাইসমিলের কাজে কয়েকদিন আগে পাড়ি দেন ইলিয়াস আলি।

মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী হাসিনা বিবি বলেন, বেশ কিছুদিন আগে পঞ্জাবের একটি চালকলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন তার স্বামী। কাজ করার সময় হঠাৎই পেটে ব্যথা নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ইলিয়াস আলি। এরপর সেখানকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। পরে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গত বৃহস্পতিবার চিকিৎসা চলাকালীন ওই নার্সিংহোমেই মৃত্যু হয় ইলিয়াস আলির। কিন্তু ওই নার্সিংহোমে পাহাড় প্রমাণ টাকার বিল হয়ে যাওয়ায় ওরা মৃতদেহ ছাড়ছিল না। অনেক রকম ভাবে আমরা চেষ্টা করেছি ইলিয়াস আলির মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার। কিন্তু এত টাকা বিল কিভাবে দেব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমার শ্বশুরের নামে থাকা ১৫ কাঠা চাষযোগ্য জমি বন্দক রেখেই পঞ্জাবের ওই নার্সিংহোমের বিল মেটানো হয়। পরিবারের লোকেরা সেখানে গিয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই সেই টাকা পরিশোধ করার পরেই মৃতদেহ ছাড়ে।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, একজন পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার জমি বন্দক রেখে ভিন রাজ্য থেকে মৃতদেহ ছাড়িয়ে আনছে, এর থেকে আর দুঃখের কি হতে পারে। আমরা হতাশ হয়েছি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও মহকুমা প্রশাসনের ভূমিকায়। রাজ্য সরকার সাধারণ গরিব মানুষদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। কিন্তু এলাকার অধিকাংশ মানুষ সেইসব প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনকে ওই মৃত পরিবারের পাশে থেকে সহযোগিতা করা উচিত।

চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, অবশ্যই এই পরিবারটি ক্ষতিপূরণ পাবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে বিধায়ক তহবিল থেকে সব রকম সাহায্য করা হবে। যদিও এই ঘটনার সম্পর্কে ওই পরিবারটি আমাকে কিছু জানায়নি। তাহলে হয়তো আগেই সহযোগিতা করা যেত। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত রকম সাহায্যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

দুই সন্তান-সহ কুয়োয় ঝাঁপ দিলেন মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দুই সন্তান সহ কুয়োয় ঝাঁপ দিলেন মা। এমন ঘটনা ঘটেছে পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার রথেরা গ্রামে। ঘটনার প্রসঙ্গে জানা যায়, কুয়ো থেকে মহিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দুই শিশুকে প্রথমে কুয়োতে ঠেলে ফেলার পর নিজেও আত্মহত্যার মানসিকতাতেই কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মহিলা বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে প্রতিবেশীদের দাবি, নিজের দিদির শরীর খারাপ তাই দিদিকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে প্রায়ই যেতেন চৈতালী কুণ্ডু। যা নিয়ে নিজের পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হত। শনিবার সকালে গ্রামের একটি কুয়ো থেকে ওই মহিলার চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়, গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করলে খোঁজ হয় শিশুদের। পরে গ্রামবাসীরাই কুয়ো থেকেই শিশুদের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে মহিলাকে আটক করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ঘটনার আসল রহস্য নিয়ে জোরদার তদন্তে নেমেছে হুড়া থানার পুলিশ। এমন ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকা জুড়ে।

বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের অর্থ বৃদ্ধির ঘোষণায় ব্লক সভাপতিকে মিষ্টিমুখ

ভোট বৈতরণি পার করতে চমক, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাজেটে লদীর ভান্ডারের টাকা বৃদ্ধিতে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে না পেয়ে ব্লক সভাপতিকেই এলাকার মহিলারা মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন বলে দাবি। তবে অন্যদিকে ভোট বৈতরণি পার করার জন্য তৃণমূল চমক দিচ্ছে বলে দাবি বিজেপির।

উল্লেখ্য, এই বাজেটে মহিলাদের লদীর ভান্ডারে যারা ৫০০ টাকা পেতেন, তাঁদের জন্য এক হাজার টাকা করা হয়েছে এবং যাঁরা এক হাজার টাকা পেতেন তাঁদের জন্য ১২০০ টাকা করা হয়েছে। আর এতেই দিকে দিকে মহিলা মহলে খুশির হাওয়া বলে দাবি। যে কারণেই মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে না পেয়ে তাঁর সৈনিক ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বদের মিষ্টিমুখ করালেন এলাকার মহিলারা। এলাকার মহিলাদেরও মিষ্টিমুখ করানো হল ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে লদীর ভান্ডারের অর্থ বৃদ্ধির ঘোষণাকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি মনে করছে বিজেপি। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস দাবি করেন, 'ভোট বৈতরণি পার করার জন্য চমক দিচ্ছে তৃণমূল। বিরোধীরা বিরোধীদের মতো বলে। তারা শুধু বলতেই জানে ঠান্ডা ঘরে বসে নিউজ চ্যানেলের সামনে কথা বলে, ২০২১ নির্বাচনের পর দু' বছর কোনও ভোট ছিল না। তবুও লদীর ভান্ডার চালু হয়েছিল মন্তব্য ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদের।

কর্মচারী সংগঠনের নেতাদের ধমক দিলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম জেলা সম্মেলনে সংগঠনের নেতাদের চরম ভর্ৎসনা করলেন রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সংগঠনের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান মানস ভুঁইয়া। শনিবার মেদিনীপুর জেলা পরিষদ হলে সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে ঢোকার সময় হলের বাইরে সংগঠনের সদস্যদের ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে মন্ত্রী মেজাজ হারান। মঞ্চে উঠেই সংগঠনের জেলা সভাপতি শীতল বীদ সহ জেলা নেতৃত্বদের ভর্ৎসনা করে বলেন, আপনারা মেছো মার্কেটের মেম্বার নাকি। শুধু নেতার ভীড়, কর্মী কোথায়? আপনারা কি করেন?

বাজেটে লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পে টাকা বৃদ্ধি হওয়ায় অকাল হোলি আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যে সাধারণ বাজেট সদ্য পাশ হয়েছে। লদীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে। সাধরণ শ্রেণিভুক্ত মহিলারা এবার প্রতি মাসে এবার ১০০০ টাকা করে পাবেন। তপশিলি জাতি উপজাতি মহিলারা পাবেন ১২০০ টাকা। ভাতা বৃদ্ধিতে জেলায় জেলায় মহিলাদের মধ্যে উৎসবের মহল তৈরি হয়েছে। আরামবাগ মহকুমার মহিলারাও নানাভাবে খুশি প্রকাশ করছেন। শনিবার আরামবাগের কালীপুর থেকে শুরু করে মুথডাঙা ও গোঘাট এলাকার মহিলারা আবির খেলে অকাল দোল উৎসবে মেতে ওঠেন এবং মিছিল করেন ও পথসভা করে শাসক দলের মহিলা নেতৃত্ব। রাজ্যে লদীর ভাণ্ডারে উপভোক্তার সংখ্যা আগে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৭ হাজার ২১ জন ছিল। গত সেপ্টেম্বরের দুয়ারে শিবিরের আরও ৯ লক্ষ মহিলা উপভোক্তার নাম যুক্ত হয়েছে। উপভোক্তার সংখ্যা এখন ২ কোটি ছাপিয়ে গিয়েছে। সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলারা এতদিন প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পাচ্ছিলেন। এবার হাজার টাকা করে পাবেন। তপশিলি জাতি উপজাতি মহিলারা পাচ্ছিলেন ১০০০ টাকা করে। তাদের জন্য আরও ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ভাতা বৃদ্ধিতে মহিলারা স্বভাবতই খুশি প্রকাশ করছেন। আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, এতদিন লদীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা করে পাচ্ছিল বাংলার মহিলারা। এবার দিদি আরও ৫০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়তি এই টাকা পেয়ে মহিলাদের খুব উপকার হবে। এই বিষয়ে গোঘাট এক ব্লক তৃনমুলের সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা বলেন, এবারের বাজেটে লদীভাণ্ডার প্রকল্পে সাধারণ মহিলাদের ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পাবেন। তপশিলি জাতি উপজাতি মহিলারা পাচ্ছিলেন ১২০০ টাকা করে। ভাতা বৃদ্ধিতে মহিলারা স্বভাবতই খুশি।

সরস্বতী পুজোয় নামখানা ব্লকে বসছে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: নামখানা ব্লকে আবার টলি তারকাদের ভিড়। এই বছর সম্মিলনী ক্লাবের সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে এক ঝাঁক টলি তারকা আসছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের জেটিঘাটে। একদিকে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজো, অন্যদিকে ভ্যালেন্টাইনস ডে এই দিনটিতেই টলিউডের প্রথম শ্রেণির তারকাদের মেলবন্ধন ঘটাবে এই সম্মিলনী ক্লাব।

এই সম্মিলনী ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর টলিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে বড় বড় তারকারা এই ব্লকে আসেন। এই বছর মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে সোহম চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি, তাপস সিনহা, বিট্টু রাজ, উজানী রাহুল, প্রসূন ব্যানার্জি, সমর্পিতা ব্যানার্জি ও আরো একাধিক টলিউড তারকা। এই সম্মিলনী ক্লাব দীর্ঘ ৫৪ বছর সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে। সুপার সাইক্লোন আয়লা, আম্ফানের মতো দুর্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এই সম্মিলনী ক্লাব। এই প্রসঙ্গে সম্মিলনী ক্লাবের সম্পাদক শিশির দাস বলেন, 'সারা বছর মানুষ কর্মব্যস্ততার মধ্যে জীবন কাটায় তাই মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং মানুষকে একটু মনোরঞ্জন দিতে প্রতিবছর এই সম্মিলনী ক্লাব বড় বড় তারকাদের নিয়ে এই আয়োজন।

পানীয় জল না পেয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগে আসার দুই দিন আগে জল না পেয়ে পথ অবরোধ করে আরামবাগ শহরের দু'নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এই ঘটনায় অস্বস্তিতে শাসক দল ও পুর প্রশাসন। অভিযোগ গত চারদিন ধরে পানীয় জল না পেয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ পথ অবরোধ করেন তারা। আরামবাগের দু'নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পথ অবরোধ করেন তারা। মাটির তলা দিয়ে গ্যাস লাইনের কাজ হচ্ছিল। আর এর ফলে পুরসভার জলের মেন লাইন ফেটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জল পাচ্ছেন না চার দিন ধরে বলে অভিযোগ। পুরসভাকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মিলছে না। উল্টে জলের লাইন মেরামত করে দেওয়ার জন্য ১০,০০০ টাকা দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এমনটাই দাবি স্থানীয় মানুষজনের। এক দিকে জলের লাইন যেমন মেরামত করা হচ্ছে না তেমনি পুরসভার কোনও জলের ট্রাঙ্কও ওই এলাকায় এসে পৌঁছয়নি চার দিন ধরে। দু'নম্বর ওয়ার্ড তথা বাসুদেবপুরের বেনেপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের দুর্বিষহ অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দারা এক যোগে জানিয়েছেন, পুরসভা থেকে কেবলমাত্র ভোটের সময় এসে বিভিন্ন আশ্বাস দেওয়া হয়। তাছাড়া বাকি সময় পুরসভার কোনও হদিস পাওয়া যায় না। চার দিন ধরে খাবার জল নেই, বাথরুমেও জল নেই। পুরসভার বাসিন্দা হয়েও জলের লাইন মেরামতির জন্য ১০ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে তাদের কাছ থেকে। আর সেই জেরেই এলাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বার বার বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি বলে এদিন তারা পথে নেমে প্রতিবাদ করেন। অবরোধে বসে পড়েন। এদিকে পরিস্থিতি জটিলাকার ধারণ করে এলাকায়। বাসিন্দারা মারমুখি হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে অবশেষে আরামবাগ থানার পুলিশ আসে। পরে অবশ্য পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি বলেন, গ্যাসের লাইনের কাজের জন্য জলের একটা লাইন ফেটে গেছে। আমরা তড়িঘড়ি ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে ছিলাম। কাজ হচ্ছে। তবে ওনাদের যে দাবি চারদিন ধরে জল পাননি, সেটা ভিত্তিহীন। এটা ঠিক নয়।

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অপশনাল 'অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিস'

সৈয়দ মফিজুল হোদা, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্প্রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে দাবি। প্রান্তিক জেলা বাঁকুড়ার পাশাপাশি উঠে আসছে অস্ট্রেলিয়ার নাম। শুনে অবাক লাগলেও, সত্যি! বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে ভারত- অস্ট্রেলিয়ার সম্প্রীতি এবং সাহিত্যের আদানপ্রদানের একটি অঙ্গ হয়ে ওঠাই যায়। বিদেশি অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে উচ্চ শিক্ষার পরিসর তৈরি করা যেতে পারে। এমন সুযোগ পাওয়া যায় না অন্য কোথাও। দিল্লি, কলকাতা এবং বেঙ্গালুরুর বড় বড় কলেজে হাজার হাজার টাকা খরচ করে শিক্ষার্থীরা যে সুযোগ পাচ্ছেন, সেই সুযোগ পাওয়া যেতে পারে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলের বাসিন্দা হয়েও। দেশের বাইরে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা থেকে বহু ছাত্রছাত্রীর। যদি বিদেশি সেই পরিকাঠামো বাঁকুড়াতেই পাওয়া যায় তা হলে কেমন হবে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার এই মহাযজ্ঞ।

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরাও পেয়ে যাচ্ছেন এই দুর্দান্ত সুযোগ। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিস' বলে একটি বিষয় চালু করা হয়। এই বিষয়টির মাধ্যমে স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের পরিসর আরও বড় করতে অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্য বেছে নিতে পারবেন। ভারতীয় সাহিত্য, আমেরিকান সাহিত্য এবং ব্রিটিশ সাহিত্য ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার রয়েছে বিরাট ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস। অস্ট্রেলিয়ান ছাড়াও দেশি-বিদেশি অধ্যাপকরা অনলাইন এবং অফলাইনে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার শিক্ষার্থীরাও আন্তর্জাতিক আলোকে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ইংরেজি বিভাগের হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট অধ্যাপক সর্বজিৎ বিশ্বাস জানান, যে সব ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করবেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁরা চতুর্থ সেমিস্টারে অপশনাল হিসেবে 'অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিস' নিতে পারেন।

আইসিএসএমআরএর তত্ত্বাবধানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ড. রুথ মরগান জানান ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরাদের উন্মাদনার এবং শেখার ইচ্ছার কথা। এছাড়াও তিনি জানান, অট্রেলিয়াতে বহু ভারতীয় শিক্ষার্থীরা থাকলেও, ভারতের মাটিতে তাঁদের জীবনযাত্রা এবং পঠনপাঠন একটি দৃষ্টান্ত। দুই ছাত্রী ইথি পল এবং পল্লবী মণ্ডল জানান, শঙ্কার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিস নেওয়ার পর মানিয়ে নিতে অসুবিধা হলেও, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিদেশি অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের সঙ্গে একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তাছাড়াও বাঁকুড়ার, পুরুলিয়ার মতো প্রান্তিক জায়গার শিক্ষার্থী হিসেবে আন্তর্জাতিক একটি পরিসর খুলে গিয়েছে।

ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক পাশ করার পর বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিস পড়ার সুযোগ যে কেউ পেতে পারেন। এবার বাইরের রাজ্যে কিংবা বাইরের দেশে নয়, নিজের জেলা বাঁকুড়াতে বসে আন্তর্জাতিকমানের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অধিবেশনের শেষ ভাষণেও বিরোধীদের কটাক্ষ মোদির

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: লোকসভার শেষদিনে প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'রামনাম'। সংসদে উঠল জয় শ্রীরাম ধ্বনি। রামমন্দির প্রস্তাব নিয়ে শনিবার লোকসভায় আলোচনা হয়। শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখতে উঠে বিরোধীদের কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না নরেন্দ্র মোদি। সামনেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সংসদে ১৭তম লোকসভার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদায়ী ভাষণে উঠে এল গত পাঁচ বছরে দেশ কতটা এগিয়েছে, সেই কথা। তাঁর কথায়, 'এই সময়ে দেশ সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। আবার দেশ এই সময়ই 'গেমচেঞ্জার'-এর ভূমিকা নিয়েছে।' তবে চলতি অধিবেশনের শেষ ভাষণেও বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, লোকসভা ভোট ঘোষণার আগে থেকেই অনেকে ভীত।

২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে কী কী ঘটেছে, সেটিই শনিবার সংসদে তুলে ধরেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'গত পাঁচ বছরে দেশ সবচেয়ে বড় সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল। করোনার মতো সঙ্কটকে কাটিয়ে দেশ এগিয়ে গিয়েছে। সঙ্কটের সময়ও দেশ থেমে থাকেনি। এই পাঁচ বছরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংসদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।'

নারী এবং যুব সম্প্রদায়ের কাছে এই পাঁচ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল বলে মনে করেন মোদি। শুধু তা-ই নয়, ৩৭০ ধারা অবলোপের মতো পদক্ষেপ করা হয়েছে এই সময়েই, যাকে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বললেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'জম্মু ও কাশ্মীর এখন সামাজিক সম্মান পাচ্ছে। আতঙ্কের বিরুদ্ধে দৃঢ় আইন বানিয়েছি আমরা।' শনিবারের ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গত পাঁচ বছরে দেশে অধিক মত্রায় সংস্কার হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে এবং দেশ রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, পাঁচ বছরে ভারতের তিন মন্ত্রই ছিল; সংস্কার, কাজ এবং রূপান্তর।

মোদি জানান, তিন তালাক নিষিদ্ধ হয়েছে এই কার্যকালে। মুসলিম মহিলাদের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়েছে। ভারত জি২০-তে প্রতিনিধিত্ব করেছে। নতুন সংসদ ভবন পেয়েছে দেশ। এই সময় ভারত স্বাধীনতা এবং সংবিধানের ৭৫তম বর্ষ পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নারী শক্তি বিল এই সময় পাশ হয়েছে। দেশের মেয়েরা বিচার পাচ্ছেন। যুব সম্প্রদায়ের জন্যও এই সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের মতো সমস্যা আটকাতে কড়া আইন আনা হয়েছে। ডেটা প্রোটেকশন বিলও পাশ হয়েছে এই পাঁচ বছরের মধ্যেই।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আগামী ২৫ বছর দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। ২৫ বছরে বিকশিত ভারত তৈরি হবে। গোটা বিশ্ব এই পাঁচ বছরে ভারতের ক্ষমতা দেখেছে। মহাকাশ গবেষণায় অনেক বড় সংস্কার হয়েছে। অনেক সাফল্য এসেছে। আর্থিক সংস্কারও হয়েছে অনেক। সব সম্প্রদায়ের, সব ক্ষেত্রের মানুষ এই পাঁচ বছরে উপকৃত হয়েছেন। নতুন প্রজন্ম যার জন্য অপেক্ষা করছিল, তা পেয়েছে।' শেষে বিরোধীদের কটাক্ষ করে মোদি বলেন, 'নির্বাচন বেশি দূরে নয়, তবে এখন থেকেই অনেকে ভীত।'

পঞ্জাব-চণ্ডীগড়ে 'একলা চলো'র ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: আগেই পঞ্জাবে একলা চলার বার্তা দিয়েছিল ইন্ডিয়া জোটের শরিক আম আদমি পার্টি। এবার কংগ্রেসকে তুলোধোনা করে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল সাফ জানালেন, পঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের মোট ১৪টি আসনে প্রার্থী দেবে তাঁর দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ক্রমশ নিঃসঙ্গ হচ্ছে কংগ্রেস। চব্বিশের লড়াইয়ে কায়া হারিয়ে ইন্ডিয়া জোট ছায়া মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শনিবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস ৭৫ বছর ধরে এই রাজ্যকে শাসন করেছে। কিন্তু তারা কী ভালো কাজ করেছে, তা আপনারা মনে করে বলতে পারবেন না। মনে করতে পারবেন না অকালি দল কোন ভালো কাজ করেছে। তাই এবার লোকসভায় পঞ্জাবের ১৩ এবং চণ্ডীগড়ের এক আসনে প্রার্থী দেবে আপ।' উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও 'একলা চলো'র বার্তা দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়। যেখানে কংগ্রেসের জোট শরিক ছিল আপ, তৃণমূল, এনসিপি, শিব সেনারা (উদ্ধব ঠাকরে)। অথচ বাংলায় তৃণমূল, পঞ্জাবে আপ কংগ্রেসের হাত ছেড়ে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রে প্রশ্নের মুখে এনসিপি (শরদ পাওয়ার), শিব সেনার (উদ্ধব ঠাকরে) রাজনৈতিক পরিচয়। ফলে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে জোট গড়ার স্বপ্ন কংগ্রেসের ক্রমশ ফিকে হচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Government of West Bengal
Press Notice
Quatation are hereby invited from bonafide experienced reliabie contractor for execution of soil conservation work vide **NIQ No-08/2023-24; Date-09/02/2024.** For details please visit the office of the undersigned.
Sd/- A. Saha
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, Purulia

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No-12/Rampara-II GP/2023-24**, With Vide Memo **No. 66/Ram-II GP/2023-24, Dated:- 09-02-2024,** The Last date for online submission of tender is **19/02/2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

TENDER
Tender are invited under following.
1) NIT NO:-18/BANNYESWAR GP/2023-24, DATE:-09.02.2024
The last date of all tender is **19.02.2024 up to 16:00 hours**
Details Please Visit Office Notice Board
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/009(e)/2023-24 dt.09.02.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for Supply of spare parts for 07 nos. Mahindra Tractor. Documents download start date & Bid submission start date–**10.02.2024.**Bid Submission Closing Date–**23.02.2024.** For Details:-**https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
Sealed tenders are invite for Ten numbers Electrical works Vide **NIT NO-UKM/ Electrical/006/2023-24 Dt-08.02.2024**.Last date & time of receiving application:15.02.2024 upto 2-30P.M. Last date & time for submission of bid documents: 28.02.2024 upto 1-00P.M. For Details:-**www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman
UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/027(e)/2023-24(2nd Call) dt.10-02-2024
1. Construction of Drain at Both Sides of Chatterjee Para Lane in ward no 056. Construction of Drain at Dr.A.R. Guha Sarani in ward no-06.
e-Tender No. : UKM/030(e)/2023-24(2nd Call) dt.10-02-2024
1. Supply, Installation, Testing and Commissioning of Fire Fighting, Fire Sprinkler system at Mahamaya Sisu-O-Matrimangal Kendra Under Uttarpara-Kotrung Municipality.
e-Tender No. : UKM/036(e)/2023-24 dt.10-02-2024
1. Repairing and Renovation of Second Floor at Uttarpara Girls High School.
Bid Submission Closing Date - **27.02.2024.** For Details: - **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, U.K. Municipality

NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No.: FUL/35/15 TH CFC/2023-24 Date-09.02.2024
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of the works(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (**www.wbtenders.gov.in**).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
BOKCHARA ,
North 24 Paraganas

জম্মু ও কাশ্মীরে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত তিন

শ্রীনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি: প্রয়োজনের তুলনায় যাত্রী বেশি হয়ে গিয়েছিল গাড়িতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে গভীর খাদে গিয়ে পড়ে যাত্রিবোঝাই একটি এসইউভি গাড়ি। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলায় ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের।

গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ১২ জন যাত্রীকে। মৃতদের নাম যথাক্রমে দয়া কৃষণ (৩৬) এবং সবিতা দেবী (৩০)। ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরও এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। পিটিআই সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় হাকু গ্রামের কাছে গুলাবগড়-মাছাইল রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাস্তা থেকে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ১২ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চার জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, নিহতদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা এবং আহতদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

আস্থাভোটের আগে 'নিখোঁজ' আরজেডি-র ১২ বিধায়ক

পাটনা, ১০ ফেব্রুয়ারি: ১২ ফেব্রুয়ারি আস্থা ভোটের বিহারের জেডিইউ-বিজেপি জোট সরকারকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িছিলেন লালুপুত্র তেজস্বী যাদব। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই বলেছিলেন, 'খেলা বাকি হ্যায়'। অথচ আস্থাভোটের আগেই তেজস্বীর ঘরে ভাঙন! অন্তত বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এমনটাই বলছে রাজনৈতিক মহল।

সূত্রের খবর, আস্থা ভোটের মাত্র ২ দিন আগে আচমকাই 'নিখোঁজ' আরজেডির ১২ বিধায়ক। এই তালিকায় বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট বিধায়ক রয়েছেন। তবে এ বিষয়ে আরজেডির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে জলঘোলা শুরু হয়েছে পাটনায়। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১২২। আস্থাভোটে

সহজ জয়ের বিষয় আত্মবিশ্বাসী বিজেপি-জেডিইউ। কারণ বিজেপির হাতে রয়েছে ৭৮ আসন, জেডিইউ-র ঝুলিতে ৪৫ আসন। তাদের জোটসঙ্গী হামের দখলে রয়েছে ৪ আসন। অর্থাৎ বিজেপি জোটে কাছে আছে ১২৭টি বিধায়কের সমর্থন। যা প্রয়োজনের চেয়ে ৫ বেশি।

উলটোদিকে, বিহারের বৃহত্তম দল আরজেডি জিতেছিল ৭৯ আসনে। কংগ্রেস পেয়েছিল ১৯ আসন। সিপিএম ও সিপিআই জিতেছিল ২ টি করে আসনে। ফলে তাদের হাতে মোট ১০২টি আসন রয়েছে। ফলে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপালেও তারা আস্থাভোটে জয় নিয়ে চাপে আরজেডি। এর মধ্যেই তাদের গোষ্ঠীর ১২ বিধায়ক নিখোঁজ।

আস্থাভোটের আগে বিহারেও অপারেশন লোটাসের সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল। আস্থাভোটে কংগ্রেস-আরজেডির জয়ের আশা কার্যত শেষ! এর মধ্যে যদি ওই ১২ বিধায়ক শিবির বদল করে তবে মুখ পুড়বে তেজস্বীর।

ভোটে জেতা হল না সভেরা প্রকাশের, ঝুলিতে মোট ১৭০০ ভোট

ইসলামাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি: ইতিহাস গড়া হল না পাকিস্তানের প্রথম হিন্দু মহিলা প্রার্থীর। লড়াই করেও নির্বাচনে পরাজিত হলেন ২৫ বছর বয়সি চিকিৎসক সভেরা প্রকাশ। তাঁর ঝুলিতে এসেছে মোটে ১৭০০ ভোট। তার পরেও হতদ্যম নন সভেরা। বরং লড়াই করার সুযোগ দেওয়ায় পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তরুণী সভেরা প্রকাশ।

এক্স হ্যান্ডেলে পাকিস্তানের প্রথম হিন্দু মহিলা প্রার্থী জানিয়েছেন, ভোটে লড়াই করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। দলের চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো, সমর্থকদের পাশাপাশি আরও যারা আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন তাঁদের ধন্যবাদ। সভেরার আরও সংযোজন, যদিও ভোটের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। তবে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা একসঙ্গে আরও শক্তিশালী হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বুনের জেলার পিকে-২৫ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সভেরা। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও হিন্দু মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। তাঁর বাবা ওম প্রকাশ সরকারি চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকে পিপিপি'র সদস্য। বাবার দেখাদেখি মেয়েও চিকিৎসার পাশাপাশি রাজনীতিতে আগ্রহী হন। সভেরা পাকিস্তানে নারীর অধিকার আন্দোলনেও এক পরিচিত মুখ। পিপিপি নেতৃত্ব দলের সঙ্গে সভেরার পরিবারের দীর্ঘ সম্পর্ক এবং নারী আন্দোলনের সুবাদে পরিচিত মুখ হওয়ায় ওই তরুণীকে টিকিট দিয়েছিল। তিনি পিপিপি'র বুনের জেলার মহিলা উইংয়ের সাধারণ সম্পাদকও। তবে লড়াই করলেও ভোটে জেতা হল না সভেরা প্রকাশের।

জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে বিমানের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত ২

ফ্লোরিডা, ১০ ফেব্রুয়ারি: সড়কপথে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়া বা একাধিক গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু, বিমানের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষের কথা কখনও শুনেছেন? শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও এবার এমনই ঘটনার সাক্ষী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা শহর। একেবারে বিমানের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ ঘটল। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বোম্বারডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬০০ জেট হঠাৎ করেই ফ্লোরিডার ন্যাপলেসের পিং রিজ রোডের কাছে জরুরি অবতরণ করে। বলা ভালো, একেবারে ব্যস্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ে বিমানটি। সেই সময়ই ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি গাড়ির সঙ্গে জেট বিমানটির সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ভয়ঙ্কর

দুর্ঘটনা ছিল এটি। হঠাৎ করে উড়তে থাকা একটি বিমান যেভাবে রাস্তায় নেমে আসে এবং গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, সেই দৃশ্য ভয়াবহ। যেন মৃত্যুকে একেবারে সামনে থেকে দেখলেন বলে মনে করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ফ্লোরিডা বিমান পরিবহণ দপ্তরের তরফে জানানো হয়, স্থানীয় সময়, শনিবার দুপুর ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ বিমানের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। সেই সময় বিমানে ৫ জন যাত্রী ছিলেন। বিমানটি দুপুর ১টা নাগাদ কলম্বাসের ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির বিমানবন্দর থেকে নেপলসের উদ্দেশে রওনা হয় বিমানটি। আকাশে ওড়ার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিমানটির দুটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। পাইলট বিমানটি জরুরি অবতরণ করানোর সিগন্যাল পান। তারপর বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিছুটা যাওয়ার পরই বিমানকর্মীরা ধোঁয়া দেখতে পান। এরপরই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে বিমানের সঙ্গে গাড়ি সংঘর্ষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে বিমানটি। ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনেই বিমানের যাত্রী ছিলেন। তারপর দমকল বাহিনী ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে গিয়ে বিমানের ভিতর থেকে বাকি ৩ জনকে উদ্ধার করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরনোকে সরিয়ে নতুন সেনা প্রধান নিয়োগ জেলেনস্কির, জল্পনা

কিভ, ১০ ফেব্রুয়ারি: ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। বাঁধভাঙা জলের মতো ইউক্রেনে ঢুকে পড়ে হানাদার রুশ বাহিনী। আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্ব গেল গেল রব তুললেও ময়দানে দাঁত কামড়ে প্রতিরোধ শুরু করে ইউক্রেনীয় সেনা। সেই লড়াইয়ে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'বছর নেতৃত্ব দিয়েছেন সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি। এবার তাঁকেই সরিয়ে দেওয়া হল। বদলে 'ঘনিষ্ঠ' জেনারেল অলেকসান্দ্র সিরস্কিকে সেনাপ্রধান করেছেন জেলেনস্কি।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশে রুশ ফৌজ ইউক্রেনে অভিযান শুরু করা ইস্তক কিয়েভের সামরিক প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন জালুঝনি। তাঁর এই অবদানের জন্য এক্স হ্যান্ডলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জেলেনস্কি। সেই সঙ্গেই জানিয়েছেন ইউক্রেন সেনার পদাতিক বাহিনীর (ইনফ্যান্ট্রি) প্রধান সিরস্কিকে নতুন সেনাপ্রধান পদে নিয়োগের কথা। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে জেলেনস্কি বলেন, এখন থেকেই ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব সামলাবে একটি নতুন টিম। জল্পনা উসকে জেলেনস্কি নাকি বলেছেন, জালুঝনি চাইলে এই টিমে থাকতে পারেন। অর্থাৎ, নতুন টিমে থাকতে চাইলে জালুঝনিকে যে মাথা নত করেই থাকতে হবে সেই বার্তাই দিয়েছেন জেলেনস্কি।

কেন জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনিকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন জেলেনস্কি? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কয়েকদিন ধরেই প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে মতের অমিল হচ্ছিল সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনির। যুদ্ধ পরিচালনা এবং ফৌজের গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে নাকি কিছুতেই একমত হতে পারছিলেন না দু'জনে। তাই 'বশংবদ' জেনারেল অলেকসান্দ্র সিরস্কিকে পদে আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ইউক্রেনে জেনারেল জালুঝনির জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির থেকেও তাঁর 'পপুলারিটি রেটিং' বেশি। দেশের মানুষ বিশ্বাস করে, রাশিয়াকে রুখে দেওয়া গিয়েছে জালুঝনির নেতৃত্বের জাদুতেই। সেনাপ্রধানের এহেন জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন জেলেনস্কি।

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 240, KOLKATA, SUNDAY, 11 FEBRUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাকি টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা ভারতের, নেই কোহলি-শ্রেয়স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে বাকি তিন টেস্টের স্কোয়াড আজ ঘোষণা করেছে। বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই স্কোয়াডের নিচে দুটি 'নোট' রাখা হয়েছে।

প্রথমটি, 'ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের বাকি সময়ে পাওয়া যাবে না বিরাট কোহলিকে। বোর্ড কোহলির সিদ্ধান্তকে সম্মানের সঙ্গে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।' অর্থাৎ ভারতের সংবাদমাধ্যমে এর আগে যে গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল, সেটাই সত্যি;ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজে দেখা যাচ্ছে না কোহলিকে।

বিসিসিআইয়ের দ্বিতীয় 'নোট' রবীন্দ্র জাদেজা এবং লোকেশ রাহুলকে নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ফিটনেস নিয়ে বিসিসিআইয়ের মেডিকেল দলের ছাড়পত্র দেওয়ার ওপর রবীন্দ্র

জাদেজা ও লোকেশ রাহুলের খেলা নির্ভর করছে।'

এই দুই ক্রিকেটারকেই বাকি তিন টেস্টের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নিয়েও ভারতের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, ফিট হয়ে তাঁরা দলে ফিরলেও সবার আগে ফিটনেস টেস্টে পাস করতে হবে। তবে এই তিন টেস্টের স্কোয়াডে কোহলির না থাকার ব্যাপারটি অনেকটা প্রত্যাশিত হলেও বড় খবর। ক্যারিয়ারে এই প্রথম ঘরের মাঠে কোনো টেস্ট সিরিজে খেলতে দেখা যাবে না কোহলিকে।

শ্রেয়াস আইয়ার চোটের কারণে বাকি তিন টেস্টের এই ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা পাননি। তাঁকে না পাওয়ার ব্যাপারটিও আগেই জানিয়েছিল ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। এখন তিনি বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসনে আছেন। হায়দরাবাদ এবং বিশাখাপট্টনম টেস্টে ব্যাট হাতেও ভালো করতে পারেননি শ্রেয়াস। হায়দরাবাদে ৩৫ এবং ১৩, বিশাখাপট্টনমে ২৭ এবং ২৯ রান করে আউট হন তিনি। পেসার আকাশ দীপ প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন টেস্ট দলে।

গত ২২ জানুয়ারি প্রথম টেস্ট শুরুর তিন দিন আগে ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুই টেস্ট থেকে কোহলির সরে যাওয়ার কথা জানায় বিসিসিআই। দলের সঙ্গে যোগ দিতে সেদিন সকালে হায়দরাবাদে পৌঁছালেও আবার ফিরে যান কোহলি। বিসিসিআই তখন বলেছিল, ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা, টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোহলি।

আজ ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বিসিসিআইয়ের স্কোয়াড ঘোষণার আগেই জানিয়ে দেয়, সিরিজের বাকি তিন টেস্টেও দেখা যাবে না কোহলিকে। এই সিদ্ধান্ত কোহলি নিজেই বিসিসিআই এবং জাতীয় সিনিয়র নির্বাচক কমিটিকে জানিয়েছেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকোটে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। রাঁচিতে চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ধর্মশালায় সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্টটি আগামী ৭ মার্চ শুরু হবে। সিরিজে আপাতত ১-১ ব্যবধানে সমতায় ভারত ও ইংল্যান্ড।

ভারতের টেস্ট স্কোয়াড রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশপ্রীত বুমরা, যশস্বী জয়সোয়াল, শুবমান গিল, লোকেশ রাহুল, রজত পাতিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, কে এস ভরত, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ।

বিরাট কোহলি কেন খেলছেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি: কত ক্রিকেটারই তো আছেন, যাঁরা এক-দুইটা বা দিনের পর দিন অজস্র ম্যাচে না খেললেও কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু কেউ কেউ আছেন, যাঁদের একটি ম্যাচে না দেখলেই মনের মাঝখানটাতে কেমন হাহাকার ওঠে। মনে হয়;কী যেন নেই, কে যেন নেই!

বিরাট কোহলি তেমনই একজন। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে তাঁর প্রথম দুই ম্যাচে না থাকাটা কেমন একটা শূন্যতা তৈরি করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনের আকাশে। হায়দরাবাদের পর বিশাখাপট্টনমেও কোহলিকে দেখতে না পাওয়ার পর তাঁর ভক্তরা আশায় ছিলেন, সিরিজের পরের তিন টেস্টে নিশ্চয়ই দেখা যাবে প্রিয় তারকাকে। কিন্তু আজ নিশ্চিত হলো, পরের তিন টেস্টেও নেই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। এরপর যেন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের মঞ্চটা হয়ে গেল বিয়েভাঙা কনেবাড়ি! চারদিকে শুধু শূন্যতা আর হাহাকার;কী যেন নেই, কিসের যেন একটা অভাব! ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইনই যেমন বলে দিলেন;কোহলির না থাকাটা বিশ্ব ক্রিকেটের জন্যই আঘাত।

তা বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য আঘাত আসার মতো ঘটনাটা কেন ঘটল? ক্যারিয়ারে এই প্রথম ঘরের মাঠে কোনো টেস্ট সিরিজ মিস করছেন কোহলি। কিন্তু এই সিরিজে কেন খেলছেন না তিনি? প্রশ্নটা খুব সহজ। উত্তরটাও হতে পারত জানা। কারণ, একজন খেলোয়াড় কেন কোনো সিরিজ বা ম্যাচ মিস করেন, সেই ব্যাখ্যা তো থাকেই। তিনি চোটে থাকতে পারেন, তিনি পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য মাঠের বাইরে থাকতে পারেন, ক্লান্তি দূর করতে যেতে পারেন বিশ্রামে কিংবা মানসিক অবসাদে ভুগেও কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যেতে পারেন।

কিন্তু কোহলির এবারের সিরিজ মিস করার কারণটা যেন রহস্যের চাদরে মোড়া। বাইরের কেউ জানতেই পারছেন না, কোহলি কেন খেলছেন না। কারণটা জানেন কোহলি। হয়তো জানে তাঁর পরিবার, ঘনিষ্টজনেরা আর বিসিসিআই।

ভারতের ক্রিকেট,সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট কোনো কারণ বলছেন না। চুপ করে আছে পরিবার আর ঘনিষ্টজনেরা। সিরিজের শেষ তিন টেস্টের দল ঘোষণার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছোট্ট একটা পাদটীকা দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই পাদটীকায় তারা লিখেছে, 'ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের বাকি সময়ে পাওয়া যাবে না বিরাট কোহলিকে। বোর্ড কোহলির সিদ্ধান্তকে সম্মানের সঙ্গে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।' ভারতীয় তথা বিশ্বের তাবৎ সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিশ্বজোড়া কোহলির লাখো কোটি ভক্ত তাঁর সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই সম্মান জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর না খেলার সুনির্দিষ্ট কারণ জানার ইচ্ছা না থাকারও কোনো কারণ নেই। তাই ভারতের তথা বিশ্বের অন্যান্য সংবাদমাধ্যম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কোহলির না খেলার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে। কিন্তু থই হারিয়েছে সবাই। কারণের কিনারায় পৌঁছানো যায়নি।

কোহলির না খেলার কারণ উদ্‌ঘাটনে এমন 'গবেষণা' অবশ্য বিষয়টি নিয়ে নানা রকমের গুঞ্জন তৈরি হওয়াতেই। সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে কোহলির না খেলার কারণ হিসেবে প্রথমে সামনে আসে তাঁর মা সরজ কোহলির অসুস্থতা। পরে অবশ্য সেটা ঠিক নয় বলেই জানা যায়। এরপর আসে একটি আনন্দের খবর। আইপিএলে কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স নিজের ইউটিউব চ্যানেলে খবর দেন;কোহলি-আনুশকা দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান আসছে।

ডি ভিলিয়ার্সের দেওয়া তথ্যে কোহলি,ভক্তরা খুশিই হয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল;যাক, অবশেষে আসল কারণটা তো জানা গেল! কিন্তু কে জানত, সেই 'আসল' খবরটাই একদিনের ব্যবধানে 'নকল' হয়ে যাবে! খবরটি যে ঠিক নয়, সেটাও আবার জানিয়েছেন খোদ ডি ভিলিয়ার্সই। তাঁর ভাষায় কোহলি-আনুশকা দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান আসার খবরটি ছিল 'ভয়ানক ভুল'। ডি ভিলিয়ার্সের কণ্ঠনিঃসৃত 'ভয়ানক ভুল' শব্দ যুগল খুব কষ্ট দিল কোহলির ভক্তদের, সংবাদমাধ্যমের মানুষদের করল হতাশ। আবার কারণ উদ্‌ঘাটনে নেমে পড়লেন তাঁরা!

কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পাওয়ার আগেই এল বিসিসিআইয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি;শেষ তিন টেস্টের দলে নেই কোহলি! বিসিসিআইয়ের এই দল ঘোষণার পরও কোহলির না খেলার কারণটা অজানাই রয়ে গেল। এর চেয়েও বড় রহস্য;এই মুহূর্তে কোহলি কোথায় আছেন, সেটাও সবার কাছে অজানা। এ কেমন রহস্য! কোহলির না খেলা আর তিনি কোথায় আছেন, সেটাও রহস্যাবৃত রেখে তাঁর ভক্তদের স্নায়ুর এমন পরীক্ষা আসলে কে নিচ্ছে; কোহলি, বিসিসিআই, নাকি কোহলির পরিবার!

বুমোসের বদলে মোহনবাগানে কাউকো

সবুজ-মেরুনের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন হুগো?

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস কোচ হয়ে আসার পরেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল হুগো বুমোসকে ঘিরে। কলকাতা ডার্বিতে হাবাস তাঁকে না খেলানোর পরে জল্পনা আরও বাড়ে। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, মোহনবাগানের জার্সি গায়ে বুমোস শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। তাঁকে হয়তো আর সবুজ-মেরুন জার্সিতে দেখা যাবে না। শনিবার বিকেল ৫.৩৮ মিনিটে মোহনবাগানের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, বুমোসের বদলে কাউকোকে মোহনবাগানের দলে নেওয়া হয়েছে।

আইএসএলে মোহনবাগানের নথিভুক্ত করা ফুটবলারদের যে তালিকা রয়েছে সেখান থেকে বুমোসকে বাদ দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে সকালেই। সেই জায়গায় নেওয়া হয়েছে জনি কাউকোকে। কলকাতা ডার্বিতেও ১৮ জনের দলে ছিলেন না বুমোস। ভিভিআইপি বক্সে বসে একা একাই খেলা দেখে ছিলেন। এই ঘোষণার ফলে, শনিবার ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ ম্যাচেও তাঁকে ১৮ জনের দলে থাকবেন না তিনি।

হাবাস কোচ হয়ে আসার পরেই কাউকোকে নিয়ে আসা হয়েছিল ফিনল্যান্ড থেকে। গত মরসুমে চোট পেয়ে তিনি দেশে ফিরে গেলেও চুক্তি বাতিল হয়নি। হাবাসের সঙ্গে তাঁর সমীকরণও ভাল। মাঝমাঠ শক্তিশালী করতে সে কারণেই তাঁকে আইএসএলে নথিভুক্ত করানো হয়েছে বলে খবর মিলেছে। তবে

আইএসএলের তালিকা থেকে বুমোসকে ছেঁটে ফেললেও মোহনবাগান এখনই তাঁকে বিক্রি করতে অসুবিধা রয়েছে। কারণ বুমোসের সঙ্গে লম্বা চুক্তি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মরক্কোর ফুটবলার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন এবং আইনত তা দিতে হবে মোহনবাগানকে। ফলে এ ক্ষেত্রে বুমোসকে অন্য ক্লাবে লোনে পাঠানো যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, এই মরসুমের শুরু থেকে বুমোসের বাগান ছাড়ার জল্পনা শুরু হয়েছিল। সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর ঠিক মতো বনিবনা হচ্ছিল না বলেই সূত্রের খবর। তার পরেই চলতি মরসুমে বুমোসকে দলে রেখেছিল মোহনবাগান। বেশির ভাগ ম্যাচেই তাঁকে খেলিয়েছেন মোহনবাগানের আগের কোচ জুয়ান ফেরান্দো। কিন্তু বুমোস যে মানের ফুটবলার তার ধারেকাছেও দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে। কখনও কখনও দলের বোঝা হয়ে উঠছিলেন। বুমোসকে সামনে রেখেই মাঝমাঠ তৈরি করেছিল মোহনবাগান। কিন্তু তিনি ভাল খেলতে না পারায় সব পরিকল্পনা নষ্ট হচ্ছিল মোহনবাগানের।

সুপার কাপের ডার্বিতে মোহনবাগানের হারের নেপথ্যে বড় কারণ ছিলেন বুমোস। বাগান পেনাল্টি পাওয়ার পরে গোল করেছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। কিন্তু তিনি শট নেওয়ার আগে বুমোস বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ায় দ্বিতীয় বার পেনাল্টি নিতে হয় পেত্রাতোসকে। পোস্টে মারেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে দু'টি গোল করে ডার্বি জেতে ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএলের ডার্বি থেকে বাদ পড়ার পরে শোনা যায়, বুমোসকে যেখানে কোচ হাবাস খেলাতে চাইছেন সেখানে ফরাসি ফুটবলার খেলতে রাজি হচ্ছেন না। পাশাপাশি সুপার কাপে বুমোসের খেলা নিয়ে হাবাস প্রশ্ন করায় খুশি হননি তিনি। সে কারণেই দু'জনের মধ্যে সামান্য 'দূরত্ব' তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। সেই দূরত্ব যে এ বার ফাটলে পরিণত হয়েছে, তা সাম্প্রতিক খবরেই বোঝা যাচ্ছে।

বেঙ্গল ওপেন টেনশিনকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সদ্য অনুষ্ঠিত হওয়া অল বেঙ্গল ওপেন টেনশিনকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে (২০২৪) অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের অনবদ্য পারফরম্যান্স উপস্থিত দর্শকদের করেছে রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত। টেনশিনকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিলো সাতশোর অধিক, যেখানে একদিনের সময়সীমায় ৯০টি ক্যাটাগরী স্থান পেয়েছিলো। ইভেন্টগুলি ছিলো কাতা, কুমিতে, দলভিত্তিক কাতা ও ওপেন কাতা। তবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা ছিলো এই

থেকে চ্যাম্পিয়নশিপটির আয়োজন করেছিলেন শিহান মনোজ প্রসাদ। টুর্নামেন্ট সভাপতি ছিলেন শেনশেই প্রদীপ শিকাড়িয়া। প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন হয়েছে কলকাতার দমদম এস্টেটে। চ্যাম্পিয়নশিপে। বিভিন্ন ক্লাব এবং শ্রী চৈতন্য টেকনো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলো। মোট ১২টি জেলা থেকে অংশগ্রহণকারীরা এই টুর্নামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলো।

আজ ছোটোদের বিশ্বকাপের ফাইনালে যাঁরা বদলে দিতে পারেন ম্যাচের রং

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা পাঁচ বার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। এ বারের প্রতিযোগিতায় দাপট দেখিয়েছে তারা। গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে একটি ম্যাচও হারেনি ভারত। দলের বেশ কয়েক জন ক্রিকেটার ভাল ফর্মে রয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে এমন তিন জন ক্রিকেটার রয়েছেন যাঁরা ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন।

উদয় সাহারান: দলের অধিনায়ক। শুধু নেতা হিসাবে নন, এক জন ভাল ব্যাটার হিসাবেও নিজেকে তুলে ধরেছেন তিনি। এ বারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক রান করেছেন উদয়। ছ'টি ম্যাচে তাঁর রান ৩৮৯। ৬৪ গড় ও ৭৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন এই ডান হাতি ব্যাটার। একটি শতরান ও তিনটি অর্ধশতরান করেছেন তিনি।

সেমিফাইনালে দলকে জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন উদয়। তিনি যখন খেলতে নামেন তখন ১২ রানে ২ উইকেট পড়ে গিয়েছে ভারতের। পরে আরও ২ উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু ভয় পাননি উদয়। অহেতুক তাড়াহুড়ো করেননি। সচিন ধাসের সঙ্গে ১৭১ রানের জুটি বেঁধেছেন। ৯৬ রানের মাথায় সচিন আউট হওয়ার পরে একার কাঁধে দলকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। ৮১ রানের মাথায় যখন আউট হয়েছেন তত ক্ষণে দলের জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ফাইনালেও সেই কাজটা করার চেষ্টা করবেন উদয়।

মুশির খান: বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। ব্যাটের পাশাপাশি বলটাও ভাল করেন তিনি। উদয়ের পরে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালিক মুশির। ৬টি ম্যাচে ৬৭ গড় ও ১০১ স্ট্রাইক রেটে ৩৩৮ রান করেছেন তিনি। দু'টি শতরান ও একটি অর্ধশতরান করেছেন।

পাশাপাশি পাঁচটি ম্যাচে বল করে ৬টি উইকেটও নিয়েছেন মুশির। তাঁর স্পিন সমস্যায় ফেলেছে প্রতিপক্ষকে। সেমিফাইনালেই সেটা দেখা গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব থেকে ভাল ব্যাটার প্রিয়োরিয়াসকে আউট করেছেন মুশির। নইলে আরও বড় রান করতে পারত দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালেও ব্যাটে-বলে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন মুশির।

রাজ লিম্বানি: হতে পারে এ বারের বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির নাম সৌমি পাণ্ডে, কিন্তু দলের তাস লিম্বানি। কারণ, নতুন বল তাঁর হাতেই থাকে। পাঁচটি ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৮টি উইকেট। প্রতিযোগিতার সব থেকে দু'টি কঠিন ম্যাচে ভাল বল করেছেন লিম্বানি। গ্রুপ পর্বে নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টি ও সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। নতুন বলে ইনসুইং তাঁর সেরা অস্ত্র। বলের গতিও অনেক বেশি। ফাইনালে প্রতিপক্ষকে শুরুতেই ধাক্কা দিতে উদয়ের সেরা অস্ত্র হবেন লিম্বানি। বল করার পাশাপাশি ব্যাটটাও করতে পারেন লিম্বানি। সেমিফাইনালের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাত্র ৪ বলে ১৩ রান করেন তিনি। তার মধ্যে একটি ছক্কা। যে সময়ে তিনি সেই ছক্কা মারেন যা না হলে হয়তো জিততে পারত না ভারত। জয়সূচক চারও মারেন লিম্বানি। তাই শেষ দিকে ব্যাট হাতেও দলের কাজে আসার ক্ষমতা রাখেন এই ক্রিকেটার।

পাঁচলায় দুদিনের স্বামী প্রনবানন্দ ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাকে এক সময় বলা হতো ফুটবলের মক্কা। সেই বাংলায় ফুটবলের গরিমা ফিরিয়ে আনতে যুবকদের ফুটবল খেলায় আগ্রহী করে তুলতে হাওড়ায় পাঁচলায় 'সুচেতনা' নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে শুরু হল দুদিনের ফুটবল প্রতিযোগীতা। এলাকার ছেলেদের বিভিন্ন দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন।

শনি ও রবিবার দুদিনের স্বামী প্রনবানন্দ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী

বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ।

তিনি বলেন, যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ।

তাই যুবকদের আরও শক্তিশালী করে তুলতে খেলাধুলার উপর জোর দেওয়া দরকার।

উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী মহাদেবানন্দ মহারাজ ও সুচেতনার সেক্রেটারি অনুশ্রী মুখার্জি।

চীনে বাতিল আর্জেন্টিনার একটি প্রীতি ম্যাচ, কারণ কি মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জুনে শুরু হবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই কোপা আমেরিকা। প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এই টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট। ২০২২ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত হতে যাওয়া কোপা আমেরিকাকে পাখির চোখ করেছে আর্জেন্টিনা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রস্তুতিতেও বিশেষ মনোযোগী তারা। যে কারণে আগামী মার্চে চীনে দুটি প্রীতি ম্যাচও খেলার অপেক্ষায় আছেন লিওনেল মেসিরা।

কাকতালীয়ভাবে এ দুটি প্রীতি ম্যাচে আফ্রিকান নেশনস কাপের দুই ফাইনালিস্ট আইভরিকোস্ট ও নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হওয়ার কথা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। দারুণ ছন্দে থাকা দুটি দলের বিপক্ষে কোপা আমেরিকার আগে খেলে নিজেদের শক্তি যাচাইয়েরও ভালো সুযোগ আছে আর্জেন্টিনার। কিন্তু প্রীতি ম্যাচ দুটি শেষ পর্যন্ত খেলা হবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

এর মধ্যে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ বাতিল করার ঘোষণাও দিয়েছে চীনের হাংজু স্পোর্টস ব্যুরো। এ পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত মেসিদের চীন সফর আলোর মুখ দেখবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

দুই সপ্তাহ আগে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় এ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা জানিয়েছিল। ১৮ মার্চ হাংজুর অলিম্পিকস স্পোর্টস সেন্টার স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া এবং ২৬ মার্চ মঙ্গলবার বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে আইভরিকোস্টের মুখোমুখি হওয়ার কথা লাতিন দেশটির।

তবে ইএসপিএনসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে হংকংয়ে ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রীতি ম্যাচে লিওনেল মেসির না খেলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ম্যাচ আয়োজন থেকে পিছিয়ে গেছে হাংজু স্পোর্টস ব্যুরো। হংকংয়ে না

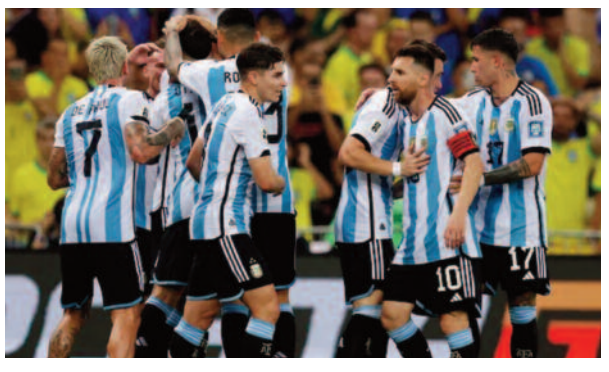

খেললেও জাপানি ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষে ৩০ মিনিট খেলেছেন মেসি। যা হংকং ফুটবলপ্রেমীদের আরও খেপিয়ে দিয়েছে।

বিবৃতিতে হাংজু স্পোর্টস ব্যুরো বলেছে, 'একটি বাণিজ্যিক ইভেন্ট হিসেবে একটি কোম্পানি এবং আর্জেন্টিনা ফুটবল দল ঠিক করেছিল যে হাংজুতে মার্চে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। কিন্তু কারণগুলো সবারই জানা এবং তত্ত্বাবধানে থাকা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরাও জেনেছি, প্রীতি ম্যাচটি আয়োজনের মতো অবস্থায় নেই। যে কারণে আমরা ম্যাচটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, তাঁরা ম্যাচ বাতিল হওয়ার বিষয়টি নিয়ে অবগত। যে কারণে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি অন্যত্র আয়োজনের চেষ্টা করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেই কর্মকর্তা বলেছেন, 'বিষয়টি স্পর্শকাতর।'

তবে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি যদি বাতিলও হয়, বেইজিংয়ে আইভরিকোস্টের বিপক্ষে ম্যাচটি পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে গড়াবে বলে এপিকে জানিয়েছেন আইভরিকোসের মুখপাত্র আনে-মারিয়ে এন'গুয়েসান। পুরো সফরই যদি বাতিল হয়, তবে আর্জেন্টিনা ম্যাচ দুটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস।

যদিও তা মোটেই সহজ হবে না, কারণ দর-কষাকষিটা ফেডারেশনের সঙ্গে হবে না। এটি হবে যারা ম্যাচ আয়োজন করেছে সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। যদি নাইজেরিয়া ও আইভরিকোস্টকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া না যায়, তবে অন্য কোনো দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করবে আর্জেন্টিনা। তবে ব্যস্ত সূচিতে সেটি করাও বেশ কঠিন হবে।

আইপিএলে নেই বিদেশি পেসার, বদলিতে চমক লখনউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে খেলবেন না মার্ক উড। নিলামে তাঁকে কিনেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। কিন্তু প্রতিযোগিতার আগে জানা গিয়েছে, উডকে পাওয়া যাবে না। উডের বদলিও ঘোষণা করে দিয়েছে সঞ্জীব গোয়েন্‌কার দল। সেই বদলে রয়েছে চমক।

উডের বদলি হিসাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তরুণ পেসার শামার জোসেফকে নিয়েছে লখনউ। কয়েক দিন আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে নজর কেড়েছেন শামার। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর বলেই দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজরে সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন শামার।

শনিবার শামারকে নেওয়ার কথা জানিয়েছে লখনউ। একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উডের বদলি হিসাবে শামারকে দলে নেওয়া হয়েছে। ৩ কোটি টাকায় নেওয়া হয়েছে তাঁকে। সম্প্রতি ওয়েস্ট

ইন্ডিজরে টেস্ট জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন শামার। আইপিএলে এই প্রথম বার দেখা যাবে তাঁকে।

উড কেন আইপিএলে খেলবেন না তা এখনও নিশ্চিত নয়। কারণ, ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে রয়েছেন তিনি। প্রথম টেস্টে খেলেছেন উড। দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। উডের চোট রয়েছে কি না তা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু তিনি যে আইপিএলে খেলবেন না তা জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে বদলি ঘোষণা করতেও দেরি করেনি লখনউ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**